রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৯, ২০২১

৬ষ্ঠ খণ্ড

প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী।
মাঠ প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/০৬ জুন ২০২১

নং **০৫.৪৩.০০০০.০১৪.৩৩.০০১.২১.৮৭৭**—বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তার নামের পাশে বর্ণিত কর্মস্থলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে বদলি/পদায়ন করা হলো :

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/বদলীকৃত কর্মস্থল
১.	জনাব সমর কুমার পাল (পরিচিতি নং ১৭৩৯৩) নিজ জেলা : পাবনা	উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে পদায়নের জন্য এ কার্যালয়ে যোগদানকৃত। পূর্ববর্তী কর্মস্থল : নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২। বদলি/পদায়নকৃত কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে নিজ অধিক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ১৪৪ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। পদায়নকৃত কর্মকর্তা ০৬-০৬-২০২১ তারিখ পূর্বাহ্নে এ কার্যালয়ে যোগদান করেন। তাকে অদ্য ০৬-০৬-২০২১ তারিখ অপরাহ্নে এ কার্যালয় থেকে অবমুক্ত করা হলো। উল্লেখ্য, তিনি এ কার্যালয় থেকে কোনো বেতন ভাতা গ্রহণ করেননি।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাকির মুন্সী
সহকারী কমিশনার।

ভূমি সংস্কার বোর্ড
শাখা-১ (প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪২৮/২০ জুন ২০২১

নং **৩১.০২.০০০০.০১১.০১.০০৩.১৯.২৪০**—পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বদলি/পদায়ন করা হলো :

জনাব অজয় কৃষ্ণ সাহা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট বিভাগ, সিলেট—বিভাগীয় উপ ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, ভূমি সংস্কার বোর্ড।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৩ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৭ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৪.০১.০০০০.০০৯.১২.০০১.২০১৭-২৯৩(৩০)**—সরকারি চাকরি আইন-২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ৪৩(১)(ক) ধারা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/প্রবি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২, তারিখ : ০৬-০৪-২০১০ খ্রি. এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় কর্মরত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে তার জন্ম তারিখ অনুযায়ী বয়স ৫৯ বছর পূর্তিতে নামের পার্শ্বে বর্ণিত তারিখে অবসর এবং ১২ (বার) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (PRL) মঞ্জুর করা হলো।

কর্মকর্তার নাম ও পদবি	জন্ম তারিখ	অবসর ও অবসর উত্তর ছুটির তারিখ
জনাব মোঃ শাহ্জাহান প্রশাসনিক কর্মকর্তা পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	৩০-০৬-১৯৬২ খ্রি.	বয়স ৫৯ বছর পূর্তিতে ২৯-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে অবসর এবং ৩০-০৬-২০২১ খ্রি. হতে ২৯-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১২ (বার) মাসের পূর্ণ গড়বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (PRL)।

প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর।
(এল এ শাখা)
২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন অনুযায়ী এলএ কেস নং-০৩/২০১৯-২০২০
ফরম-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সংযুক্ত তফসিলভুক্ত ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ সনের ২১ নং আইনের ১৩ ধারা ২ নং উপধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে মর্মে গণ্য হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে, ২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইনের ১৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিছে যে, সংযুক্ত তফসিলভুক্ত ৩.০০১ একর সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং তা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলো।

দাগসূচি ও ভূমির নকশা এই কার্যালয়ে সংরক্ষিত আছে।

তফসিল

জেলা-শেরপুর, উপজেলা-নালিতাবাড়ী, মৌজা-নালিতাবাড়ী, জে.এল নং ৮১

খতিয়ান নং (বিআরএস)	দাগ নং (বিআরএস)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	রেকর্ডীয় শ্রেণি
৩০৩	১৮৬	০.১৪	কান্দা
৪৮	১৯৪	০.১৫	বাড়ি
৪৮	১৯৩	০.০৩	কান্দা
৪৮	১৯২	০.২৪	কান্দা
১৩৬৭	১৯৬	০.০৭	কান্দা
৯১৫	১৯৭	০.২৩	কান্দা
৯১৫	১৯৮	০.০৮	কান্দা
৯১৫	১৯৯	০.০৫	কান্দা
৪৭	২০৮	০.২৫	নামা
১৫৪৪	২০৯	০.০৭	নামা
১৫৪৫	২১১	০.১২	বাড়ি
১২৬৫	৫৭০	০.১০	বাড়ি
১৩৪২	৫৮৫	০.৪৮	কান্দা
০১	৫৮৬	০.০৫	কান্দা
০১	৫৮৭	০.০৭১	কান্দা
২২৮	৫৮৮	০.০৬	কান্দা
২২৮	৫৮৯	০.১৬	বাড়ি
২২৮	৫৯১	০.০৭	কান্দা
৪৮০	৫৯৬	০.০৮	বাড়ি
৪৮০	৫৯৭	০.০৫	কান্দা
৯২৪	৫৯৮	০.১২	কান্দা
১৩১১	৫৯৯	০.০৮	বাড়ি
৮০৪	৬০১	০.২৫	কান্দা

মোট= ৩.০০১ একর

আনার কলি মাহবুব
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা।
এস.এ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৩ আষাঢ় ১৪২৮/১৭ জুন ২০২১

নং **০৫.৪২.১৯০০.০১৬.৩০.০০১.২১-৭৬৫(১০০)**—এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা এর আঞ্চলিক অফিস, ঢাকা হতে সরবরাহকৃত নিম্নবর্ণিত আর আর বহির সি ৭৯০৭৬২ হতে ৭৯০৭৬৪ পর্যন্ত ৩ (তিন)টি পাতা সংযুক্ত না থাকায় এবং সি ৭৯০৭৬৫ সি ৭৯০৭৭০ পর্যন্ত ৬ (ছয়)টি পাতা মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় উক্ত মূল ৯ (নয়)টি এবং ডুপ্লিকেট ৯ (নয়)টি পাতা এতদ্বারা বাতিল করা হলো। বাতিলকৃত পাতা দ্বারা কোনো সরকারি অর্থ আদায় করা হলে তা অবৈধ ও বেআইনী বলে গণ্য করা হবে এবং ব্যবহারকারী/আদায়কারী আইনত: দন্ডনীয় হবেন।

ক্রম নম্বর	আর আর বহি নম্বর	মূলপাতা	ডুপ্লিকেট পাতা	বাতিলকৃত পাতা
০১.	সি ৭৯০৭০১-সি ৭৯০৮০০	সি-৭৯০৭৬২, সি-৭৯০৭৬৩, সি-৭৯০৭৬৪, সি-৭৯০৭৬৫, সি-৭৯০৭৬৬, সি-৭৯০৭৬৭, সি-৭৯০৭৬৮, সি-৭৯০৭৬৯ এবং সি-৭৯০৭৭০	সি-৭৯০৭৬২, সি-৭৯০৭৬৩, সি-৭৯০৭৬৪, সি-৭৯০৭৬৫, সি-৭৯০৭৬৬, সি-৭৯০৭৬৭, সি-৭৯০৭৬৮, সি-৭৯০৭৬৯ এবং সি-৭৯০৭৭০	সি-৭৯০৭৬২, সি-৭৯০৭৬৩, সি-৭৯০৭৬৪, সি-৭৯০৭৬৫, সি-৭৯০৭৬৬, সি-৭৯০৭৬৭, সি-৭৯০৭৬৮, সি-৭৯০৭৬৯ এবং সি-৭৯০৭৭০ এর মূল পাতা ও ডুপ্লিকেট পাতা।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফেনী।
(রাজস্ব শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৩ জুন ২০২১

নং **৩১.২০.৩০০০.০২১.১৮.০৩৩.২১-৪৯০**—এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা হতে সরবরাহকৃত ভি.পি.ডি.সি.আর বহি নং ০০০০১৭৪ এর পাতা নং ০০১৭৩৯৪ ও ০০১৭৩৯৬ পাতার ক্রমিক নম্বরগুলো এলোমেলো হওয়ায় উক্ত পাতাদ্বয় ০০১৭৩৯৫ ও ০০১৭৩৯৬ মূল কপি ও কার্বন কপি মোট ৪ (চার)টি পাতা এতদ্বারা বাতিল করা হলো। বাতিলকৃত পাতা দিয়ে কোন প্রকার সরকারি অর্থ লেনদেন করা হলে তা বেআইনী বলে গণ্য হবে এবং ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
অধিগ্রহণ মামলা নং ০১/২০১৮-১৯
ফরম নং-ঘ
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[ধারা ১৩(২) মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, নিম্নবর্ণিত তফসিলের সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করতে হবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ এর ২১ নং আইন) এর ১১ নং ধারানুসারে ঐ সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে মর্মে গণ্য হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত অধ্যাদেশের ১৩ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হলো এবং ঐ সম্পত্তি সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হলে এবং ১৩(২) ধারা মোতাবেক এ গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।

তফসিল (ক)

জেলা : পিরোজপুর, উপজেলা : ভান্ডারিয়া, মৌজা: ভান্ডারিয়া, জেএল: ২১

খতিয়ান নং (এস.এ)	দাগ নং (এস.এ)	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৩৭৪	৪০১৮	০.৪১	০.০৪
২৪৭২	৪০৫৮	০.৮৮	০.৩১
	মোট	১.২৯	০.৩৫ একর

আবু আলী মো: সাজ্জাদ হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৭ জুন ২০২১

নং **০৫.৪৬.৯০০০.০০৯.০৭.০৫৯.১৮-২১-৫৯০(৬৭)**—এতদ্দারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস হতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর এল এ শাখায় ফরম নং-২৪৯৬ মূলে চেক নং ০৭৮২৪৪, ০৭৮২৪৫ ও ০৭৮২৪৬ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের চেক সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে এল এ কেস নং-০২/২০১৮-২০১৯ এর ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের বরাবর উক্ত চেকসমূহ ইস্যু করা হয়। ইস্যুকৃত চেকসমূহের ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বেই বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সুনামগঞ্জের স্বত্ব ১৩/২০২১ মামলার বিবাদীর প্রতি সমন এ কার্যালয়ে পাওয়া যায়। তাছাড়া আপত্তির প্রেক্ষিতে সৃজিত এ কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার বিবিধ মামলা নম্বর-০২/২০২১ এর ২৬-০৪-২০২১ তারিখের আদেশে আপত্তি ও ১৩/২০২১ নং স্বত্ব মামলায় সংশ্লিষ্টতা থাকায় বর্ণিত ০৩ (তিন) টি এলএ চেক বাতিল করা হয়।

বাতিলকৃত চেকসমূহের বিবরণ :

ক্রম.	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা	চেক নং ও তারিখ	মোট টাকার পরিমাণ	৬% উৎস্যে কর	নীট প্রদেয়
০১	জনাব মো: আব্দুল মান্নান পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ তালুকদার সাং- ১৮ পল্লবী, আ/এ আলীপাড়া, হাংসাং- ষোলঘর, উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর জেলা- সুনামগঞ্জ	০৭৮২৪৪ ০৮-০৪-২০২১	৩৩,৭৪,৭৮৩/৭৭	২,০২,৪৮৭/০২	৩১,৭২,২৯৬/৭৫
০২	জনাব মো: গোলাম জাকারিয়া পিতা- মো: আব্দুল মান্নান সাং- ১৮ পল্লবী, আ/এ আলীপাড়া, হাংসাং- ষোলঘর, উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর জেলা- সুনামগঞ্জ	০৭৮২৪৫ ০৮-০৪-২০২১	২৮,৮৮,৮১৪/৯১	১,৭৩,৩২৮/৮৯	২৭,১৫,৪৮৬/০২

ক্রম.	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা	চেক নং ও তারিখ	মোট টাকার পরিমাণ	৬% উৎস্যে কর	নীট প্রদেয়
০৩	জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া পিতা- মো: আব্দুল মান্নান সাং- ১৮ পল্লবী, আ/এ আলীপাড়া, হাংসাং- ষোলঘর, উপজেলা- সুনামগঞ্জ সদর জেলা- সুনামগঞ্জ	০৭৮২৪৬ ০৮-০৪-২০২১	২৮,৮৮,৮১৪/৯১	১,৭৩,৩২৮/৮৯	২৭,১৫,৪৮৬/০২

এমতাবস্থায় বাতিলকৃত চেকের পাতা ব্যবহার করে কোন প্রকার সরকারি অর্থ লেনদেন সম্পূর্ণ অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং বাতিলকৃত চেকের পাতা ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।
এস এ শাখা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২০ জুন ২০২১ খ্রি.

নং ৩১.৪৩.৮৮০০.০১৮.০২.০০৫.১৩-৭৯০(১০০)—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফরমস ও স্টেশনারী অধিদপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, বগুড়া হতে সরবরাহকৃত নিম্নলিখিত দাখিলা ও ডিসিআর বহির ৪নং কলামে বর্ণিত মূল ও ডুপ্লিকেট পাতা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

বাতিলকৃত দাখিলা বহির পাতার বিবরণী

ক্রমিক নং	দাখিলা বহির নম্বর	ত্রুটিপূর্ণ পাতার বিস্তারিত তথ্য	বাতিলকৃত মূল ও ডুপ্লিকেট পাতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	E-588001 হতে E-588100 পর্যন্ত	E-৫৮৮০০১ ও E-৫৮৮০০২ নং মূল ও ডুপ্লিকেট পাতা নেই	E-৫৮৮০০১ ও E-৫৮৮০০২	

বাতিলকৃত ডিসিআর বহির পাতার বিবরণী

ক্রমিক নং	ডিসিআর বহির নম্বর	ত্রুটিপূর্ণ পাতার বিস্তারিত তথ্য	বাতিলকৃত মূল ও ডুপ্লিকেট পাতা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১।	৩৫৭২৩	১নং ডুপ্লিকেট পাতা নেই।	০১	
২।	৩৫৭৩৫	১নং ডুপ্লিকেট পাতা নেই।	০১	

বাতিলকৃত পাতা দ্বারা কোন সরকারী অর্থ আদায় করা যাবে না। উক্ত বাতিলকৃত নম্বর যুক্ত পাতা দ্বারা কোন অর্থ আদায় করা হলে বা উক্ত মূল ও ডুপ্লিকেট পাতা অন্য কোন ভাবে ব্যবহৃত হলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং ব্যবহারকারী আইনত দণ্ডনীয় হবেন।

ড. ফারুক আহাম্মদ
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
অধিগ্রহণ কেস নং-০৮/২০১৮-২০১৯
ফরম নং- "ঘ"
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তপশিল

মৌজা-রঘুনাথপুর, জে এল নং-৬৯, উপজেলা-বেড়া, জেলা- পাবনা

আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির শ্রেণি
২৫৮	০.৩২	০.০৫	নাল
২৫৯	০.৬৬	০.০১	নাল
২৭৪	০.৩০	০.১২	নাল
২৭৫	০.৩৮	০.৩৪	নাল
২৭৬	০.২১	০.২১	নাল
২৭৭	০.১৯	০.১৯	নাল
২৭৮	০.২২	০.২২	নাল
২৭৯	০.১৫	০.১৫	নাল
২৮০	০.৩৭	০.৩৭	নাল
২৮১	০.৩০	০.২৫	নাল
২৮২	০.৩০	০.৩০	নাল
২৮৩	০.৩৭	০.৩৭	নাল
২৮৪	০.২৩	০.২৩	নাল
২৮৫	০.৫৬	০.৫৬	নাল
২৮৬	০.৫৭	০.১০	নাল
৩০৫	০.৮৩	০.৮০	নাল
৩০৬	০.৩৩	০.১২	নাল
৩০৭	০.৩৫	০.০৯	নাল
৩৪৩	০.৩৮	০.২০	নাল
৩৪৪	০.১৬	০.০২	নাল
৩৪৫	০.১৮	০.১৮	নাল
৩৪৬	০.৩৮	০.১৭	নাল
৩৪৭	০.৪৫	০.২০	নাল
৩৪৮	০.৪৯	০.৪৯	নাল
৩৪৯	০.৮৪	০.৮৪	নাল
৩৫০	০.১৪	০.১৪	নাল
৩৫১	০.৩৪	০.৩৪	নাল
৩৫২	০.২৬	০.২৬	নাল
৩৫৩	০.৩০	০.৩০	নাল
৩৫৪	০.৩৪	০.৩৪	নাল
৩৫৫	০.৩৩	০.৩৩	নাল
৩৫৬	০.২৪	০.২৪	নাল
৩৫৭	০.২৭	০.২৭	নাল
৩৫৮	০.৩৭	০.৩৭	নাল
৩৫৯	০.১৫	০.১৫	নাল
৩৬০	০.১৭	০.১৭	নাল
৩৬১	০.৪০	০.৩৭	নাল
৩৬২	০.৩২	০.২৯	নাল
৩৬৩	০.২২	০.০৫	নাল
৩৬৪	০.৬৪	০.০৬	বাড়ী
৪০৪	০.৩৩	০.১৫	নাল
৪০৫	০.৫২	০.৪০	নাল
৪০৬	০.২১	০.২১	নাল
৪০৭	০.২৪	০.১৫	নাল
৪২০	০.৩১	০.০৮	নাল
৪২১	০.৬৭	০.৬৫	নাল
৪২২	১.০০	১.০০	নাল
৪২৩	১.০২	১.০২	নাল
৪২৪	০.২৭	০.২৭	নাল
৪২৫	০.২২	০.২২	নাল
৪২৬	০.২৭	০.২৭	নাল
৪২৭	০.১৯	০.১৯	নাল
৪২৮	০.১৮	০.১৮	নাল
৪২৯	০.২৯	০.২৯	নাল
৪৩০	০.০৯	০.০৯	নাল
৪৩১	০.১১	০.১১	নাল
৪৩২	০.৪১	০.৪১	নাল
৪৩৩	০.১৯	০.১৯	নাল
৪৩৪	০.১৬	০.১৬	নাল
৪৩৫	০.৪৮	০.৪৮	নাল
৪৩৬	০.৪৮	০.৪৮	নাল
৪৩৭	২.৬৬	২.২৯	নাল

আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির শ্রেণি
৪৩৯	০.২৪	০.২০	নাল
৪৪০	০.১৮	০.১৮	নাল
৪৪১	০.২৩	০.২৩	নাল
৪৪২	০.২৩	০.২৩	নাল
৪৪৩	০.২০	০.২০	নাল
৪৪৪	০.৫৪	০.৫৪	নাল
৪৪৫	০.৪২	০.৪২	নাল
৪৪৬	০.৫৩	০.৫৩	নাল
৪৪৭	০.১৭	০.১৭	নাল
৪৪৮	০.৩৮	০.৩৮	নাল
৪৪৯	০.৫৬	০.৫৬	নাল
৪৫০	০.৫২	০.৫২	নাল
৪৫১	১.০৩	০.৭২	নাল
৪৫২	০.৩৭	০.১২	নাল
৪৫৪	০.৪০	০.৩২	নাল
৪৫৫	০.৭৮	০.৭৮	নাল
৪৫৬	০.২৬	০.২৬	নাল
৪৫৭	০.১৩	০.১৩	নাল
৪৫৮	০.৪২	০.৪২	নাল
৪৫৯	০.৪০	০.৪০	নাল
৪৬০	০.৬৪	০.৬৪	নাল
৪৬১	০.২১	০.২১	নাল
৪৬২	০.৩২	০.৩২	নাল
৪৬৩	০.৩৪	০.৩৪	নাল
৪৬৪	০.৩২	০.৩২	নাল
৪৬৫	০.৬৪	০.৬৪	নাল
৪৬৬	০.৭১	০.৩৩	নাল
৪৬৭	০.৬৪	০.৪৬	নাল
৪৬৮	০.৪২	০.৪২	নাল
৪৬৯	০.৩৫	০.১৫	নাল
৬১২	০.৫৪	০.২৪	নাল
৬১৩	০.৪৮	০.২২	নাল
৬১৪	০.১৫	০.১৫	নাল
৬১৫	০.৩৮	০.৩৮	নাল
৬১৬	০.৪৮	০.২১	নাল
৬১৮	০.২৬	০.০৭	নাল
৬২০	০.৫২	০.৪৬	নাল
৬২১	০.২৩	০.২৩	নাল
৬২২	০.১৮	০.১৮	নাল
৬২৩	০.২৯	০.২৯	নাল
৬২৪	০.২৬	০.২৬	নাল
৬২৫	০.৩০	০.৩০	নাল
৬২৬	০.১৩	০.১৩	নাল
৬২৭	০.৭১	০.৭১	নাল
৬২৮	০.৭০	০.৩২	নাল
৬২৯	১.১৫	০.২৭	হালট
৬৩০	০.০৯	০.০৯	নাল
৬৩১	০.০৭	০.০২	নাল
৬৩৩	০.২৬	০.১১	নাল
৬৩৪	০.৪০	০.২২	নাল
৬৩৬	০.০৯	০.০৫	হালট
৬৩৭	০.৩১	০.০৫	নাল
৬৩৮	০.১৭	০.১৭	নাল
৬৩৯	০.১১	০.০৮	নাল
৬৪০	০.০৪	০.০২	হালট
৬৪১	০.২০	০.০৭	নাল
৭১৪	০.২২	০.০১	হালট

সর্বমোট = ৩৬.০০ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনার ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

আফরোজা আখতার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

অধিগ্রহণ কেস নং-০৯/২০১১-২০১২

ফরস- 'ঘ'

(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১ (২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তপশিল

মৌজা-দুলাই, জে.এল নং-১৩১, উপজেলা-সুজানগর, জেলা-পাবনা

আর এস খতিয়ান নং	আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৭	৪৩২৪	০.০৫
১৭	৪১৪২	০.১৪
১৭	৬২৬৪	০.১২
৪১	৪২৬০	০.২৭
৪৪,৫২৩,৫৮৫,১০৫৯	৪১৯১	০.১২
৪৪,৮৮৩,৮১০	৪২০১	০.১২
৫০,১৩০৬	৪১৮৩	০.১৩
৪৮,৩০১,৪৭৭,৫৩৭	৪৪৯৫	০.০৫
১১৩,৯৭২,১০২৭,১০৯৪	৪৪৭৩	০.১০
১৫২	৪১৭৮	০.৫৪
১৫২,১১৪	৪১৭৭	০.০৬
১১৪	৪১৭৯	০.৬০
১১৪,১০৯৫	৪১৬৬	০.১৮
১৭৩	৪৪০০	০.২২
১৭৩,৬৪৪,১৪৩৫	৪৩৩২	০.০৬
২৮৬	৪৩৪২	০.০৭
২৮৬	৪৩৪৬	০.১০
৮১,১৩৫৩	৪৩১০	০.০৭
৮১,১৩৫৩	৪৩১১	০.০৬
৮১,১৩৫৩	৬২৫২	০.০৩
২৮৯	৪১৯২	০.১০
১৮৮,৯২২,১১৯৫	৪৪৯৪	০.০৬
৭৬১,২৫২	৪২৬৭	০.০৪
২৭৪	৪৩২৬	০.১১
৩৩৫	৪৩৩৯	০.১৩
৩৫১,৬৬৮,১৩৩৯,১৩৪২	৪৩৯৪	০.০৬
৪২৪	৪২০৯	০.১৩
৪৬২	৪৩৯৬	০.১২
৪৯৭	৪২৯২	০.০৩
৪৯৭	৪২৯৭	০.০৬
৪৯৭	৪৪৭১	০.০৫
২৮৭,১১০৮	৪৪৮২	০.০৯
৫০৪,১৩৮২	৪২৯৩	০.০৫
৫০৪,১৩৮২	৪৩০০	০.০৬
৫০৮	৪৩৩৩	০.২৩
৫০৮	৪৩৪৩	০.১০
৫৮৭	৪২১০	০.০২
৫২৯	৪৩০৬	০.৩৮
৫৩৯	৪২০০	০.১৬
৫৫৪	৪১৭৪	০.১০
৫৫৪	৪১৭৫	০.১৩
৫৬০	৪৪০৪	০.০৬
৬১৪	৪১৮০	০.৩৫
৬৩০	৪১৪৩	০.১৩
৬৩০	৪৩১৬	০.১২
৬৩০	৪৩২৩	০.০৪
৬৩০	৪৪২২	০.০১
৬৪৪	৪৩৯৭	০.০৬
৬৪৪,১৩০২	৪২৫৫	০.০৬
৬৪৬,৩৯৩	৪৪৯৩	০.১৫
৬৯৫	৪১৩৯	১.১১
৭১৭	৪২৭৩	০.০৬

আর এস খতিয়ান নং	আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৭১৭	৪৩২৯	০.০৫
৭১৭	৪৪২৬	০.০৬
৭১৭	৪৪৬৩	০.১০
৭৬২,১০৮১	৪২৭৬	০.০৬
৭৬২,১০৮১	৪২৭৭	০.০৬
৭৬২,১০৮১	৪৩৩৪	০.০৫
৭৬২,১০৮১	৪৩৩৬	০.০৬
৭৬০	৪৩১৭	০.১২
৭৬১	৪২৫৬	০.০৮
৭৬১	৪৪৮১	০.২৩
৭৬১	৪২৬১	০.৪৯
৭৬১	৪২৬২	০.২৭
৭৬১	৪২৬৩	০.০৭
৭৬১	৪২৬৪	০.১১
৭৬১	৪২৬৫	০.০৫
৭৬১	৪২৬৬	০.১১
৭৬১	৪২৬৮	০.০৬
৭৬১	৪২৬৯	০.০৭
৮০৮	৪৩৯৫	০.১৩
৮৪৪	৪২৭৮	০.১০
৮৫৯	৬১৬৪	০.২১
৮৫৯	৪১৬৫	০.২০
৮৫৯	৪১৭১	০.০৭
৮৫৯	৪১৭২	০.০৮
৯০৩	৪৫০১	০.১৪
৯৩২	৪৪৬৪	০.০৬
৯৩৯	৪২৭২	০.০৭
৯৩৯	৪৩২৮	০.০৪
৯৩৯	৪৪০৫	০.০৫
৯৩৯	৪৪২৫	০.০৭
৯৬৯	৪১৭০	০.১৪
৯৭০	৪১৯৭	০.১০
৯৭২	৪৪৭২	০.০৯
১০১১	৪২৭৯	০.০৬
১০১৩,১১৫০,১৪২৮	৪৩৩৮	০.০৭
১০৭২	৪২৭০	০.০৬
১০৭২	৪৩২৭	০.০৪
১০৭২	৪৪০৬	০.০৫
১০৭২	৪৪২৪	০.০৫
১০৭৭	৪১৮১	০.১১
১০৭৭	৪১৮২	০.১৩
১০৯০	৪৩১৮	০.১২
১০৯০	৪৪১১	০.০৪
১০৯৫	৪১৭৬	০.১৭
৩৮৬,১১০৬,১২৬২	৪৪০৭	০.০৭
১১৪৮	৪৪৬৬	০.০৪
১১৫১	৪২৮২	০.১১
১১৮০	৪৩৪৫	০.০৯
১১৮৮	৪১৪০	০.৫৬
১২২৯	৪৪৬২	০.২৪
১৩০৬	৪১৮৫	০.১২
১৩১৫	৪৪৮৩	০.১০
১৩৩৯	৪৪১০	০.০৫
১৩৫৩,৮১	৪৩২২	০.০৫
১৩৮৩	৪২৯৪	০.০৬
১৩৮৩	৪২৯৮	০.০৫
১৪৩০	৪২৮১	০.০৫
১৪৩৪	৪২৯১	০.০৫
১৪৩৪	৪২৯৬	০.০৬
১৪৩৪	৪৪৬৭	০.০৫
১৪৩৫,১১৩৫	৪৩৩১	০.০৬
১৪৩৫,১১৩৫	৪৪৮৭	০.১৫
১৪৪৪	৪১৮৪	০.১৩
১৫০০	৪৩৪৪	০.১১
৫৪৪	৪৫০০	০.১৬
১৩৬৮,১৪৪১	৪৫০২	০.০৮
সর্বমোট জমির পরিমাণ =		১৪.৪৪ একর

অধিগৃহীত জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনার ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

আফরোজা আখতার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

অধিগ্রহণ কেস নং-১১/২০১১-২০১২
ফরম- 'ঘ'
(৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)

ঘোষণা

[১১ (২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লেখিত তপশিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ১৯৮২ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল অধ্যাদেশ (১৯৮২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ) এর ১০ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তপশিল

মৌজা-দুলাই, জে.এল নং-১৩১, উপজেলা-সুজানগর, জেলা-পাবনা

আর এস খতিয়ান নং	আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১১৭৯	৭১৪৬	০.০৭
১০১১	৭১৫০	০.০৫
৪৫২	৭১৫১	০.০৫
৭৮১,১৩৬৯	৭১৫২	০.০৫
১৭০,৪৯৮	৭১৫৩	০.০৪
৭৬০	৭১৫৬	০.০৬
৪৪৪	৭১৫৭	০.০৬
৪৬৫	৭১৬২	০.০৫
৩৩৫,০১	৭১৬৩	০.০৫
১৫৩	৭১৬৮	০.২০
২৮৪	৭১৭২	০.০৮
৫৫৭	৭১৭৪	০.০৯
১৪৪৫	৭১৭৫	০.০৯
৬৩৩	৭১৭৬	০.১১
৬৩৩	৭১৯২	০.৩১
৬৩৩	৭১৯৩	০.১৭
১০১১,১৪৩০,১১৫১,২৮৪	৭১৭৭	০.১৭
১৩৫৮	৭২০৩	০.০৮
১০০৬	৭২০৪	০.১৪
১০০৬	৭২০৫	০.১১
১০০৫	৭২০৬	০.২০
১৪৬৪	৭২০৭	০.০৮
৭২৭	৭১৮৬	০.০২
৭২৭	৭১৮৭	০.১১
৭২৭	৭১৮৮	০.১০
৭২৭	৭১৯০	০.০৯
৭২৭	৭১৯১	০.০৯
মোট জমির পরিমাণ =		২.৭২ একর

মৌজা-খোর্দ্দ দূর্গাপুর, জে.এল নং-১২২, উপজেলা-সুজানগর, জেলা-পাবনা

আর এস খতিয়ান নং	আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৯৭	৮০১	০.৩৬
০৯	৮০২	০.৩৩
০৯,১৫৪	৮১৪	০.০৪
৪২,২৪২	৮১৫	০.০৫
২৬	৮১৬	০.০৬
২৬	১৩৮৪	০.০৭
২৬	১৪২৪	০.১৯
১২৩	১২১০	০.০৮
১২৩	১৪২২	০.০৯
২১০	১২১১	০.০৮
৬৪	১২১৫	০.১১
৬৫	১২১২	০.১০
২৩১	১২১৬	০.০৬
২৩২	১২১৭	০.০৪
১৫৬	১২১৮	০.০৩
১৫৬,৩২২	১২৪৮	০.০৫
১৫৬,৩২২	১২৫৮	০.০২
১৯০,১৫১	১২১৯	০.০৯
১৯০,১৫১	১২২৫	০.১৩
২৪৬	১২২০	০.১৭

আর এস খতিয়ান নং	আর এস দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৫১,১৯০	১২২১	০.০৮
৮৬,৮৭	১২২২	০.১৩
৩২২,৩৪২,১৫৬	১২২৩	০.১৫
২৮৪	১২২৪	০.২৬
১৪০	১২২৬	০.০৫
১৪০	১২২৭	০.০৬
২০	১২৩৩	০.১২
৩২১	১২৩৪	০.০৮
১৬২,৮৭	১২৩৫	০.০৭
১৬২,৯২	১২৩৬	০.০৮
১৬২	১৩৮৫	০.১০
৩৯৯	১২৩৭	০.১০
৪২৫	১২৪৭	০.০৫
৩৮৯,৫২	১২৫২	০.১৪
২১৭,২১৮	১২৫৩	০.০৫
২৮৫	১২৫৪	০.০৩
৩৫২	১২৫৬	০.০৩
১৩৯	১২৫৭	০.০৩
১০২	১২৬২	০.১৩
২৩৯	১২৬৩	০.০৬
৩৭০/১	১২৬৪	০.০৫
৩৭০/১	১২৬৫	০.১০
১৩২	১২৬৬	০.০৭
৪২৯	১৩০৩	০.১৬
২৩৬	১৩০৪	০.১১
৫৯,১১২,২৪৭	১৩১১	০.২৮
৪১২	১৩১২	০.১৬
২৮৩	১৩১৩	০.১৭
২৮৩	১৩৩৫	০.২০
২৮৩	১৩৩৬	০.২৭
২৯১	১৩১৪	০.১২
৩২১	১৩১৫	০.১৮
১২৮	১৩২২	০.১২
২৩	১৩২৭	০.১০
২৬৯	১৩২৮	০.১৯
৩০	১৩৪১	০.০৩
৩০	১৩৬৮	০.১০
৩১	১৩৪৩	০.২৩
২৪৭,১১১,৫৯	১৩৪৪	০.১৯
২৪৭	১৩৭২	০.১১
২৪৭	১৩৭৫	০.১৪
২৩৭	১৩৬৪	০.১৫
২৯৭	১৩৬৫	০.১০
৬৩	১৩৬৬	০.০৮
৫৯	১৩৭৪	০.২১
২৮১	১৩৬৭	০.০৬
২৮১	১৪৬৮	১.১৬
২৪	১৩৬৯	০.১১
১১১	১৩৭৩	০.০৯
১৮৮	১৩৭৮	০.১৬
৩১৮	১৩৭৯	০.০৯
৩১৮	১৪৫৭	০.০৯
৩১৮	১৪৬০	০.১০
১৮৪	১৩৮২	০.০৯
৪৩২	১৩৮৩	০.০৭
২১৯	১৪২০	০.০২
৫৭	১৪২১	০.০৬
২৫৭	১৪২৫	০.১২
১৫৮,৩৫৮	১৪৫৫	০.০২
১৫৮,৩৫৮	১৪৫৬	০.০৭
৪৩১	১৪৫৮	০.১০
৪০০	১৪৬২	০.১১
৩১৯	১৪৬৩	০.১১
৮৩	১৪৬৪	০.১৯
৪০৪	১৪৬৫	০.১১
৪০৪	১৪৬৭	০.১৪
মোট জমির পরিমাণ =		১০.৬৪ একর

সর্বমোট জমি = ২.৭২+১০.৬৪ = ১৩.৩৬ একর

অধিগৃহীত জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনার ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

আফরোজা আখতার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

অধিগ্রহণ কেস নং-০১/২০১৮-২০১৯

ফরম নং- "চ"

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭

ঘোষণা

[১৪(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীনে নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ০১/২০১৮-২০১৯ নং এল.এ কেস সৃজন করে ২০১৮ সালের ০৭ অক্টোবর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল;

এবং যেহেতু, এর জন্য এ পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়নি;

এবং যেহেতু, প্রত্যাশী সংস্থার পক্ষে সিনিয়র সহকারী সচিব, উন্নয়ন-৩ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার ১০-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫৭ নং স্মারকে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ০১/২০১৮-২০১৯ নং এল.এ কেস বাতিলের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন;

এবং যেহেতু, ভূমি মন্ত্রণালয়, অধিগ্রহণ অধিশাখা-১, ঢাকার ০৪-১০-২০ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৪৭.০২১.১৬-২৩৩ নং স্মারকে ০১/২০১৮-২০১৯ নং এল.এ কোসের কার্যক্রম বাতিলের আদেশ দেয়া হয়েছে;

সেহেতু, এক্ষণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৪(২) ধারার ক্ষমতা বলে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ০১/২০১৮-২০১৯ নং এল.এ কেসের অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল করা হলো।

তপশিল

মৌজা-মহিষাকোলা, জে.এল নং-৮১, উপজেলা-বেড়া, জেলা-পাবনা

আর.এস খঃ নং	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণী (আর এস রেকর্ড বহি অনুযায়ী)	মন্তব্য
৩৮	৮৯	০.৫০০০	০.০১০০	ধানি	
৩৮	৯৩	০.১৮০০	০.১৭০০	ভিটা	
৩৭	১৮২	০.২৫০০	০.০৫০০	ধানি	
৪৮	৯০	০.১৯০০	০.১৫০০	ধানি	
৪৩	৯১	০.৩৮০০	০.৩০০০	ধানি	
৩৪	৯২	০.৩৫০০	০.২৯০০	ধানি	
১৫	৭২	০.২৪০০	০.০৭০০	ধানি	
৩৩	৭০	০.২৩০০	০.১৫০০	ধানি	
৩৩	৬৮	০.৩৭০০	০.২৯০০	ধানি	
৩৩	৬৯	০.১৭০০	০.০৯০০	ধানি	
৩৩	১৩	০.৭৮০০	০.৩৮০০	ধানি	
৩৩	১৪	০.২৪০০	০.১২০০	ধানি	
২১	১৮৩	০.২৪০০	০.১০০০	ধানি	
৮১	৭৩	০.২৪০০	০.০৬০০	ধানি	
৮১	১৫২	০.২০০০	০.১২০০	ধানি	
৮১	৭৪	০.২২০০	০.০৪০০	ধানি	
৮১	৭৫	০.২৩০০	০.০৩০০	ধানি	
৮১	১৭	০.২৪০০	০.০৮০০	ধানি	
৮১	১৫৩	০.১৮০০	০.০৩০০	ধানি	
১৬	৭১	০.২০০০	০.০৮০০	ধানি	
৫৬	৬৬	০.১১০০	০.০১০০	ভিটা	
৭৫	১৫	০.৩৬০০	০.১৫০০	ধানি	
৭৬	১৬	০.৩৫০০	০.১২০০	ধানি	
৪৯	১৮	০.২৮০০	০.১০০০	ধানি	
৪৯	১৯	০.২৮০০	০.০৮০০	ধানি	
৪৯	২০	০.৫৫০০	০.০২০০	ধানি	
৫৩	৪৭	০.৫২০০	০.১৮০০	বাড়ি	
১৪	৫০	০.১৭০০	০.০৩০০	ভিটা	
৮২	৫১	০.১৮০০	০.১০০০	ভিটা	
২	৫৩	০.১৬০০	০.১৬০০	ভিটা	
২	১৩৩	০.১০০০	০.১৭০০	বাগান	নক্শায় মোট জমি-০.২০ একর
৬	৫২	০.১৭০০	০.১৭০০	বাড়ি	

আর.এস খঃ নং	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণী (আর এস রেকর্ড বহি অনুযায়ী)	মন্তব্য
৭৪	৫৪	০.১৭০০	০.১০০০	ভিটা	
৬৩	৫৫	০.০৭০০	০.০৭০০	ভিটা	
৫০	৫৬	০.০৪০০	০.০৪০০	ভিটা	
৫৫	৬০	০.১৮০০	০.১২০০	ভিটা	
৫৫	৬১	০.২৩০০	০.১২০০	ভিটা	
৫৮	৬২	০.২৮০০	০.০৯০০	ভিটা	
৬৪	৫৮	০.৭৩০০	০.২৭১০	বাড়ি	
৩১	৫৯	০.৩৪০০	০.২১০০	বাগান	
৭০	৬৪	০.১৯০০	০.০৩০০	ভিটা	
১৭	১৫০	০.১৫০০	০.০৩০০	ধানি	
১৭	১৫৪	০.০৮০০	০.০৭০০	ধানি	
১৭	১৫৫	০.১০০০	০.০৩০০	ধানি	
১৫	১৫১	০.১৫০০	০.০৬০০	ধানি	
০৯	১৪৪	০.৪২০০	০.২৫০০	বাড়ি	
০৯	১৪৫	০.২১০০	০.০০৫০	ভিটা	
০৯	১৪৬	০.২২০০	০.০২০০	ধানি	
০৯	১৪৭	০.২২০০	০.০২০০	ধানি	
০৯	১৪৮	০.২২০০	০.০৬০০	ধানি	
০৯	১৪৯	০.৩০০০	০.৩০০০	ভিটা	
০৯	৩৯	০.৯২০০	০.০৪০০	বাড়ি	
৫	১৩২	০.২৮০০	০.০৫০০	ভিটা	
৫	৪১	০.৫১০০	০.০৯০০	বাড়ি	
২৪	১৫৬	০.৫১০০	০.২৭০০	ধানি	
২৭	১৩৮	০.২৭০০	০.০০৫০	বাড়ি	
৮৫	১৩৯	০.১৮০০	০.১০০০	বাড়ি	
৩৪	৯৫	০.২৯০০	০.০১০০	ধানি	
৪	৫৭	০.২৭০০	০.২০০০	বাড়ি	
৬০	৪০	০.৩১০০	০.০৫০০	বাড়ি	
১০,২২	৪২	০.২৮০০	০.০৫০০	বাড়ি	
১০,৫২	৪৪	০.৪২০০	০.৩৫০০	বাগান	
২১	৪৩	০.১৪০০	০.১৪০০	পালান	
২১	৪৫	০.১৯০০	০.০৪০০	বাগান	
২১	৪৮	০.১৫০০	০.০৬০০	ভিটা	
২১	৪৯	০.১৫০০	০.০৯০০	ভিটা	
২১	৬৩	০.১৭০০	০.০৪০০	ভিটা	
২১	১৫২/১৯০	০.১৯০০	০.১৯০০	ধানি	
২১	১৭/১৮৭	০.২৩০০	০.০৯০০	ধানি	
২৮	৬৬/১৯৩	০.১১০০	০.০৫০০	বাঁশঝাড়	
২১	১৫৩/১৯১	০.০৯০০	০.০৩০০	ধানি	
৭৮	৬৫	০.৬০০০	০.০৭০০	বাড়ি	
		মোট =	৭.৮১১ একর		

মৌজা-আব্দুল শুকুর চক, জে.এল নং-৮৩, উপজেলা-সুজানগর, জেলা-পাবনা।

৩	৩৭	০.০৭০০	০.০৭০০	ফসলি	
৪	৭৯	০.১০০০	০.১০০০	ফসলি	
১৪	৭৭	০.৪৭০০	০.২০০০	ফসলি	
২১	৭৮	০.৪৬০০	০.২০০০	ফসলি	
২০	২৭	০.৫০০০	০.৪৬০০	ফসলি	
২৭	৩৩	০.৩১০০	০.১৩০০	ফসলি	
০১,২৮	২৯	০.৫০০০	০.৩৪০০	ফসলি	
০১,২৮	২৮	০.৫৫০০	০.৩৫০০	ফসলি	
০১,২৮	৩০	০.৩৬০০	০.২১০০	ফসলি	
৩২	২৬	০.২৬০০	০.২৬০০	ফসলি	

আর.এস খঃ নং	আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	শ্রেণী (আর এস রেকর্ড বহি অনুযায়ী)	মন্তব্য
০১,০৯	২০	১.২৫০০	০.০৯০০	ফসলি	
০৪,১০	২৩	০.০৫০০	০.০৫০০	ফসলি	
০৪,১০	২৪	০.২৫০০	০.২৫০০	ফসলি	
১৫	২১	০.৩০০০	০.০৫০০	ফসলি	
০৭	৮১	১.৭০০০	০.৫৫৫০	ফসলি	
০৬	৭৬	০.৪৭০০	০.২০০০	ফসলি	
১২	৮৪	০.৩০০০	০.৩০০০	ফসলি	
২৬	৩৭/৮৭	০.০৯০০	০.০৯০০	ফসলি	
৪১	৮০	০.১৪০০	০.১৪০০	ফসলি	
৪২	১৯	০.২৮০০	০.০২০০	ফসলি	
৪২	২৫	০.৩২০০	০.৩২০০	ফসলি	
৪৪,৩০	৩৮	০.৬৬০০	০.৩০০০	ফসলি	
৪৪,৩০	৩১	০.৭০০০	০.৩৭০০	ফসলি	
৪৪,৩০	৩২	০.৩১০০	০.১৫০০	ফসলি	
৪৪,৩০	৩৬	০.৩৭০০	০.২০৪০	ফসলি	
৪৫	৮৩	০.৬০০০	০.১৬০০	ফসলি	
৩৫	৩৪	০.১৪০০	০.১৪০০	ফসলি	
০১	৮৫	০.০২০০	০.০২০০	ফসলি	
৪৩	৩৯	১.০৪০০	০.৪২০০	ফসলি	
		মোট =	৬.১৪৯০ একর		

মোট জমি = ৭.৮১১০+৬.১৪৯০= ১৩.৯৬ একর

অধিগৃহীত জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনার ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

আফরোজা আক্তার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (রাজস্ব)।

অধিগ্রহণ কেস নং-০৩/২০১৯-২০২০
ফরম নং- "ঘ"
(৫নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করিতে হইবে এবং তদানুযায়ী ২০১৭ সনের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সেহেতু, এক্ষণে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা- মেন্দা, জেএল নং-৩৩, উপজেলা- ভাঙ্গুড়া, জেলা- পাবনা

আর এস দাগ নং	দাগের মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির শ্রেণি
২৯৭৭	৪.৬৭	০.১৬	ফসলি
২৯৮৬	০.০৮	০.০৮	ফসলি
২৯৮৭	০.০৯	০.০৯	ফসলি
		০.৩৩	

সর্বমোট = ০.৩৩ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নকশা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনার ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যাইতে পারে।

আফরোজা আখতার
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম।
(এল.এ শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৮/২১ জুন ২০২১

নং **৩১.৪৭.৪৯০০.০০৮.০২.০৬১.২১-২০৬**—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম এর ভূমি অধিগ্রহণ শাখা হতে "গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাঁচপীর বাজার-চিলমারী সদরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় চিলমারী অংশের সংযোগ সড়ক নির্মাণে নিম্নবর্ণিত ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের অনুকূলে ইস্যুকৃত ০৪ (চার) টি এল.এ চেকে আপত্তি থাকায় উক্ত এল.এ চেক বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নং	ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের নাম ও ঠিকানা	ইস্যুকৃত এল. এ চেক নং ও তারিখ	মন্তব্য
০১.	মো: তোফায়েল আহাম্মেদ, পিতা- মৃত আব্দুল মান্নান সাং- মৌজাথানা (মন্ডল পাড়া), চিলমারী, কুড়িগ্রাম	পি- ০১১৫৩৬১ তারিখ : ০৭-০৩-২০২১	বাতিল
০২.	মো: ফাইদুল ইসলাম, পিতা- মৃত এমদাদুল হক সাং- মৌজাথানা (বড় কুষ্টারী), চিলমারী, কুড়িগ্রাম	পি- ০১১৫৩৬৫ তারিখ : ০৭-০৩-২০২১	বাতিল
০৩.	মো: আসাদুজ্জামান, পিতা- মো: মৃত ফাইদুল হক সাং- মৌজাথানা (বড় কুষ্টারী), চিলমারী, কুড়িগ্রাম	পি- ০১১৫৩৬৬ তারিখ : ০৭-০৩-২০২১	বাতিল
০৪.	মো: আমির হোসেন, পিতা- মৃত ইয়াকুব আলী সাং- মৌজাথানা, চিলমারী, কুড়িগ্রাম	পি- ০১১৫৩৬৭ তারিখ : ০৭-০৩-২০২১	বাতিল

এমতাবস্থায়, বাতিলকৃত চেক দ্বারা কোনো প্রকার সরকারি অর্থ লেন-দেন সম্পূর্ণ অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং বাতিলকৃত চেক ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা।
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
অধিগ্রহণ কেস নং-০৭/২০১৮-১৯ (সা:)
(স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৪(২) ধারা মতে)

ঘোষণাপত্র

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় "সাতক্ষীরা জেলার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ প্রদর্শনের নিমিত্ত জাদুঘর স্থাপন" নির্মাণের নিমিত্ত মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ১.০০০০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় এর মধ্যে ০.৩৮০০ একর জমি বিআরএস রেকর্ডের নক্সা অনুযায়ী সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কের/রাস্তার মধ্যে পড়ায় রাষ্ট্রীয় বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনায় ভবিষ্যতে জটিলতা এড়ানোর স্বার্থে এলাইনমেন্ট হতে বাদ দেয়া হলো এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর ৫৪ ধারা বলে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়নি মর্মে গণ্য করা হয়েছে।

সেহেতু, এখন ১৪(২) ধারার ক্ষমতাবলে আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অত্র অধিগ্রহণ কেস হতে বাতিল করা হলো।

তফসিল

জেলা: সাতক্ষীরা, থানা/উপজেলা: সাতক্ষীরা সদর, মৌজা: মাগুরাগোপীনাথপুর, জে,এল নং-৯০

এস,এ খতিয়ান নং	দাগ নং	রেকর্ডীয় শ্রেণি	দাগের মোট জমি (একরে)	অধিগ্রহণ হতে বাদ দেয়া জমি (একরে)
৮০	১২৮০	ডাংগা	০.৩১০০	০.০৭০০
৮০	১২৮১	ডাংগা	০.০৮০০	০.০৭০০
১১৭৪	১২৮৩	ডাংগা	০.৩০০০	০.২১০০
২৪	১২৮৪	ডাংগা	০.১৭০০	০.০৩০০

মোট বাদ দেয়া জমির পরিমাণ = ০.৩৮০০ একর

এস এম মোস্তফা কামাল
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
গাংনী, মেহেরপুর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৩ আষাঢ় ১৪২৮/১৭ জুন ২০২১

নং **০৫.৪৪.৫৭৪৭.০০০.০২৩.০১.২০২০-৬৩১**—এ মর্মে সর্বাসধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত গাংনী উপজেলার ০৪ নং বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ০৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, পিতা মৃত-শখাতুল্লাহ বিশ্বাস, গ্রাম ও পোঃ বাদিয়াপাড়া, উপজেলা-গাংনী, জেলা-মেহেরপুর গত ০৭-০৬-২০২১ তারিখ রোজ সোমবার দিনগত রাত ১০.০০ ঘটিকায় ষ্ট্রোকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি..... রাজেউন)।

০২। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৫ (২) ক্ষমতাবলে আমি মৌসুমী খানম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গাংনী, মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ০৪ নং বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ০৬ নং ওয়ার্ডের পুরুষ আসনের সদস্য এর পদটি ০৮-০৬-২০২১ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মৌসুমী খানম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

[একই নথি নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত হবে]
কর কমিশনারের কার্যালয়
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৭ জুলাই ২০২১ খ্রিঃ

নং **২ই-৩/২০২১-২০২২/১২২(১-২০)**—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত আয়কর অফিসে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মূল কর্মস্থল	অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত কর্মস্থল
১.	জনাব কে, এম, মনিরুজ্জামান সহকারী কর কমিশনার সার্কেল-১৯ (বৈতনিক)।	সার্কেল-১৬ কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।
২.	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ সহকারী কর কমিশনার সার্কেল-১৮।	সার্কেল-২১ কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।

২। জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১৭ (সীতাকুণ্ড)-কে সার্কেল-২১ এর এবং জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১০ (বৈতনিক) কে সার্কেল-১৬ এর অতিরিক্ত দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

৩। জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে এই আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
কর কমিশনার।

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৭ জুলাই ২০২১ খ্রিঃ

নং **২ই-৩/২০২১-২০২২/১২২(১-২০)**—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে তাদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত আয়কর অফিসে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মূল কর্মস্থল	অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত কর্মস্থল
১.	জনাব কে, এম, মনিরুজ্জামান সহকারী কর কমিশনার সার্কেল-১৯ (বৈতনিক)	সার্কেল-১০ (বৈতনিক) কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।
২.	জনাব মোঃ আবদুর রশিদ সহকারী কর কমিশনার সার্কেল-১৮	সার্কেল-২১ কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম।

২। জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, সহকারী কর কমিশনার-কে সার্কেল-২১ এবং জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১০ (বৈতনিক) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

৩। জনস্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে এই আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
কর কমিশনার।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ এর কার্যালয়
বনরূপা, রাঙ্গামাটি।

স্মারকলিপি

তারিখ: ২১ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং ১২.১৭.৮৪০০.০৩৯.০৮.০৯১.২১-৩৩৫/১(৭)—অত্র দপ্তরের আওতাধীন উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, বাঘাইছড়ি, রাঙ্গামাটি কার্যালয়ে কর্মরত জনাব রাখাল চন্দ্র দাশ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জন্ম তারিখ: ৩০-০৬-১৯৬২ খ্রিঃ হিসাবে ২৯-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৫৯ বছর বয়স পূর্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখের অব/অবি/প্রবি-১/চা:বি:-৩/২০১০(অংশ-৩)/৬২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের (ক) অনুচ্ছেদ এবং সংশোধিত নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ সনের ৩(১)বি(২) ধারা মোতাবেক ৩০-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অবসর গ্রহণ মঞ্জুরপূর্বক এবং ৩০-০৬-২০২১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০২২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১২ (বার) মাসের পূর্ণগড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটি (পি.আর.এল) মঞ্জুর করা হলো।

উক্ত আদেশের আলোকে আগামী ৩০-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তিনি চূড়ান্ত অবসর গমন করবেন।

কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক
উপ-পরিচালক।

অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৪ জুন ২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১২.১৬.২৯০০.০৩৯.১৯.০১১.২০১৬/৬১৫(৮)—কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চলে কর্মরত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে একই বেতন স্কেল ও পদমর্যাদায় নামের পার্শ্বে উল্লিখিত কর্মস্থলে বদলিযোগে পদায়ন করা হলো।

মোঃ জসিম উদ্দিন মোল্লা, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর—উপজেলা কৃষি অফিস, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মনোজিত কুমার মল্লিক
অতিরিক্ত পরিচালক।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ জুলাই ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **ডিজিডিএ/এডমিন-৪৩৮/৯৬/৬১০**—পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর-এর নিম্নোক্ত কর্মকর্তাকে তার নামের পাশে বর্ণিত পদে ও কর্মস্থলে সংযুক্ত করা হলো।

জনাব মোঃ কামরুল হাসান, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (ভেট) জেলা কার্যালয়, ঔষধ প্রশাসন, বরগুনা—প্রধান কার্যালয়, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

উল্লিখিত কর্মকর্তা আগামী ০৮-০৭-২০২১ তারিখের মধ্যে সংযুক্ত কর্মস্থলে যোগদান করবেন, অন্যথায় উক্ত তারিখের পর হতে সরাসরি অব্যাহতি পেয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলা কার্যালয়, ঔষধ প্রশাসন, পটুয়াখালী এর সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মুহিদ ইসলাম তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে জেলা কার্যালয়, ঔষধ প্রশাসন, বরগুনা এর দায়িত্ব পালন করবেন এবং একই সাথে তিনি উক্ত কার্যালয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করবেন।

এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

মেজর জেনারেল **মোঃ মাহবুবুর রহমান**
মহাপরিচালক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর
ব্যবসা-বাণিজ্য শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১ আষাঢ় ১৪২৮/১৫ জুন ২০২১

নং **০৫.৪৫.৩৯০০.০১৮.০২.০০৮.২১.২৫০**—এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের, ১৯৮১ এর ২২(৯) ধারার ক্ষমতাবলে আমি মুর্শেদা জামান, জেলা প্রশাসক, জামালপুর অত্র জেলার আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য নিম্নলিখিত অত্যাবশকীয় পণ্যের ডিলিং লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ ১৫ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করলাম।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম
১।	লৌহজাত
২।	সিমেন্ট
৩।	কাপড়
৪।	জুয়েলারী
৫।	স্বর্ণকার
৬।	শিশু খাদ্য
৭।	সিগারেট
৮।	লবণ
৯।	স্যানেটারি যন্ত্রপাতি এবং ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিংস
১০।	রেডিও, টেলিভিশন, ইলেক্ট্রিক্যাল বাল্ব, ফ্যান, ক্যাবল(খুচরা)

মুর্শেদা জামান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গোপালগঞ্জ
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)
সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ মামলা নং-১৪/২০১৭-২০১৮
(৩০ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণাপত্র
[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু, এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, নিম্নে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং তদানুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১১ ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইয়াছে অথবা ক্ষতিপূরণ পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে ;

সেহেতু, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর ১৩ ধারার (২) উপ-ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইল এবং সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব মুক্ত হইয়া সরকারের উপর অর্পিত হইল।

তফসিল

মৌজা-গোপালগঞ্জ, উপজেলা-মুকসুদপুর, মৌজা-ছাগলছিড়া, জে. এল. নং-১৯১।

এসএ খতিয়ান নং	এস এ দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)	আংশিক /পূর্ণ
১	২	৩	৪	৫
১৭৬	১	০.১৯০০	০.০৫০০	আংশিক
১৬৩	১৪	০.০৬০০	০.০৬০০	পূর্ণ
২৫৭	১৭	০.০৯০০	০.০৯০০	আংশিক
২৫৭	১৮	০.১৬০০	০.০৮০০	আংশিক
২৫৭	১৯	০.০৬০০	০.০৫৫০	আংশিক
১৮০	২০	০.১৯০০	০.০৬০০	আংশিক
২৫৭	২২	০.১০০০	০.০৮০০	আংশিক
২৬১	২৩	০.১৭০০	০.০৭০০	আংশিক
২৫২	২৪	০.৪৪০০	০.১০০০	আংশিক
২১৫	১০৩	০.০৬০০	০.০৪৫০	আংশিক
৮২, ১৩০	১০৭	০.৫৩০০	০.০০৫০	আংশিক
১৩৬	১০৯	০.১৬০০	০.১৩০০	আংশিক
১৩৫	১১০	০.১৬০০	০.০৬০০	আংশিক
২৬৪	১১৬	০.৭৭০০	০.০৫০০	আংশিক
২১২, ১৬২	১১৭	০.৫৯০০	০.৪৪০০	আংশিক
৬৩	১১৮	০.৪৬০০	০.১৮০০	আংশিক
১৬২	১১৯	০.০২০০	০.০২০০	পূর্ণ
১৮৩	১২১	০.৬৬০০	০.০৪০০	আংশিক
	মোট-০১.৬১৫০ একর			

মোঃ উসমান গনি
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা
ব্যবসা-বাণিজ্য শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৪ আষাঢ় ১৪২৮/২৮ জুন ২০২১

নং **০৫.৪২.১৯০০.০১০.০১৮.০০১.২০২১-১০০(৩৫)—** অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ এর ২২ ধারার ৯ নং উপ-ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এতদ্বারা উক্ত আদেশের ২২ ধারার ২নং উপ-ধারায় বর্ণিত সকল তফসিলভুক্ত ডিলিং লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করলাম।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা
ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩০ জুন ২০২১

নং **০৫.৪৩.৭৬০০.০১৩.২১.০০৯.২১.২১৩(১৪)—১৯৮১** সনের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ আদেশের ২২(৯) ধারায় বর্ণিত ক্ষতাবলে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ জেলাধীন ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে নিম্নবর্ণিত দ্রব্যের ডিলিং লাইসেন্সসমূহ ২০২১-২০২২ সনের নবায়নের সময়সীমা ২০২১ সনের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো:—

১। লৌহ ও ইস্পাত
২। সিমেন্ট
৩। পাইকারী কাপড়
৪। খুচরা কাপড়
৫। পাইকারী সুতা
৬। খুচরা সুতা
৭। দুগ্ধজাত দ্রব্য
৮। সিগারেট
৯। স্বর্ণকার
১০। জুয়েলারী
১১। বিভিন্ন পেপার বোর্ড
১২। ইলেকট্রিক পণ্য (পাইকারী বিক্রেতা/সরবরাহকারী)
১৩। ইলেকট্রিক পণ্য (খুচরা)
১৪। মেডিক্যাল এন্ড সার্জিক্যাল দ্রব্যাদি (পাইকারী বিক্রেতা/ সরবরাহকারী)।
১৫। বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্লাস, যন্ত্রপাতি।
১৬। বাইসাইকেল সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি (পাইকারী বিক্রেতা/ সরবরাহকারী)।
১৭। স্যানেটারী এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিংস (পাইকারী বিক্রেতা/সরবরাহকারী)।
১৮। স্যানেটারী এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ফিটিংস(খুচরা)
১৯। ওয়াশিং ও টয়লেট সোপ (পাইকারী বিক্রেতা/ সরবরাহকারী)।
২০। বিভিন্ন ধরনের তৈল (সারিষার তৈল, সয়াবিন তৈল, পাম তৈল, ভেজিটেবল ঘি (পাইকারী বিক্রেতা/ সরবরাহকারী)।
২১। চিনি (পাইকারী বিক্রেতা/সরবরাহকারী)।
২২। বিভিন্ন ধরনের লবণ, বিটলবণ (পাইকারী বিক্রেতা/ সরবরাহকারী)।

বিশ্বাস রাসেল হোসেন
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২০ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং ০৫.৪১.৩৩৩২.০০০.০৮.০০১.১৯-৫২২/১(৯)—গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন ০৯ নং মধ্যপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ০৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য মজিবুর রহমান, পিতা-সংসের আলী, গ্রাম-ঠেঙ্গারবান্দ, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর গত ১০-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় ব্রেন স্টোকে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) মর্মে চেয়ারম্যান, ০৯নং মধ্যপাড়া ইউ, পি তাঁর অফিসের ১৫-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৪২ নং স্মারক মোতাবেক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

এমতাবস্থায়, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন ০৯ নং মধ্যপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ০৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য মজিবুর রহমান, পিতা-সংসের আলী, গ্রাম-ঠেঙ্গারবান্দ, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা-গাজীপুর মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৫ এর ১(ঙ) অনুযায়ী পদটি গত ১০-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

কাজী হাফিজুল আমিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৮ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং ০৫.১২.২৯৪৭.০০০.৩২.০০৩.২১.৬৩৬—ফরিদপুর সদর উপজেলাধীন ৭নং অম্বিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাধারণ আসনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল বাসার, পিতা-মৃত খৈমদ্দিন শেখ, সাং চর জ্ঞানদিয়া, ডাকঘর-অম্বিকাপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর গত ২৬-০৬-২০২১ তারিখ দিবাগত রাত ১.০০ টায় করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় আমি মোঃ মাসুম রেজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর স্থানীয় সরকার (ইউনয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) উপ-ধারা মোতাবেক ৭নং অম্বিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের সাধারণ আসনের সদস্য পদটি ২৭-০৬-২০২১ তারিখ হতে তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ মাসুম রেজা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৭ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০১ জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.৩০.৩৫৩২.০০১.৩৩.০০৩.১৭-৫৪২(৮)**—যেহেতু গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ১৪ নং করপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ০৩ নং সাধারণ ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য রাসুদ আল মামুন, পিতা-মোঃ মোকলেছুর রহমান, গ্রাম-বনগ্রাম, ডাকঘর-মধ্যবনগ্রাম, উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ গত ২৪ জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ, ১০ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রোজ বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ০৯.০০ ঘটিকায় হৃদরোগ জনিত কারণে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃতুবরণ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)।

সেহেতু স্থানীয় সরকার (ইউনয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক ১৪নং করপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের ০৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদটি উক্ত ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব রাসুল আল মামুন এর মৃত্যুর তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ রাশেদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৮ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং **০৫.২০.১৫৫৩.০০২.০৭.০০১.২০-৪৫৪**—চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলাধীন ১৫ নং ওয়াহেদপুর ইউনিয়ন পরিষদের ০১ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ কামাল পাশা, পিতা-মৃতঃ মজিবুর রহমান, গ্রামঃ গাছা বাড়িয়া, উপজেলা: মীরসরাই, জেলা: চট্টগ্রাম বিগত ১৮-০৪-২০২১ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(১)(ঙ) এবং একই ধারার (২) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি মোঃ মিনহাজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মীরসরাই, চট্টগ্রাম উক্ত পদটি মৃত্যুর তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

মোঃ মিনহাজুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বিশ্বনাথ, সিলেট।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৪ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং **০৫.৪৬.৯১২০.০০৪.০৯.০৮৯.২০২০-৪১৮(২০)**—যেহেতু, সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার ০৮ নং দশঘর ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মোঃ সায়েস্তা মিয়া কে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগে ইপ-১ অধিশাখার স্মারক নং ৪৬.০০.৯১০০.০১৭.২৭.০০৩.১৬-১১০০ তারিখ : ১৫ অক্টোবর ২০২০ ইং মূলে বিগত ০৫-০৭-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত বহিঃ বাংলাদেশ গমন করে

অধ্যাবধি পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকায় জেলা প্রশাসক, সিলেট এর প্রস্তাব মোতাবেক সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

যেহেতু, সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার ০৮ নং দশঘর ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব মোঃ সায়েস্তা মিয়া কে জনস্বার্থে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ৩৪(৪)(ক) ও (জ) ধারার অপরাধে তাঁকে স্থানীয় সরকার বিভাগের ইউপি-১ শাখার স্মারক নং ৪৬.০০.৯১০০.০১৭.২৭.০০৩.১৬-৪৩১, তারিখ : ০৭ জুন ২০২১ এর প্রজ্ঞাপন মোতাবেক স্বীয় পদে হতে অপসারণ করা হয়।

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৩৫(২) ধারা অনুয়ায়ী আমার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি সুমন চন্দ্র দাশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিশ্বনাথ সিলেট ০৮ নং দশঘর ইউনিয়ন পরিষদের ০৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য (সাধারণ সদস্য) পদটি ১৫-১০-২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

সুমন চন্দ্র দাশ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
মণিরামপুর, যশোর।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৬ আষাঢ়, ১৪২৮/২৩ জুন ২০২১

নং **০৫.৪৪.৪১৬১.০০০.০৯.০০২.২০.৮৪৭**—মণিরামপুর উপজেলার ০১ নং রোহিতা ইউনিয়ন পরিষদের ০১ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য জনাব মোঃ আমিনুর রহমান, পিতা: মোহম্মদ আলী, গ্রাম: পট্টি, ডাক: সরসকাটি, উপজেলা: মণিরামপুর, জেলা: যশোর গত ০৫-০৬-২০২১ খ্রি: তারিখ লিভার সমস্যাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯ এর ৩৫ (২) ধারার ক্ষমতাবলে আমি সৈয়দ জাকির হাসান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মণিরামপুর, যশোর, যশোর জেলাধীন মণিরামপুর উপজেলার ০১ নং রোহিতা ইউনিয়ন পরিষদের ০১ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য পদটি গত ০৬-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে শূন্য ঘোষণা করলাম।

সৈয়দ জাকির হাসান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সিলেট বন বিভাগ
সিলেট

সিলেট বন বিভাগাধীন ২০২১-২০২২ আর্থিক সালে প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি:

০১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
০২।	এজেন্সী	ঃ	বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।
০৩।	দরপত্র আহবানকারী	ঃ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
০৪।	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ঃ	এস, এম, সাজ্জাদ হোসেন, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।
০৫।	কাজের নাম	ঃ	প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়।
০৬।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও তারিখ	ঃ	২৮/প্রাকৃতিক বাঁশ অব ২০২১-২০২২, তারিখ : ২৫/০৮/২০২১খ্রিঃ।
০৭।	দরপত্র পদ্ধতি	ঃ	উন্মুক্ত দরপত্র।
০৮।	দরপত্র প্রচারের তারিখ	ঃ	২৫/০৮/২০২১খ্রিঃ।
০৯।	দরপত্র সিডিউল ক্রয়ের শেষ তারিখ	ঃ	২৪/১০/২০২১খ্রিঃ।
১০।	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের স্থান	ঃ	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট/বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা/জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট (টাউন রেঞ্জ) এর দপ্তর হতে (ছুটির দিন ব্যতীত) অফিস চলাকালীন সময়ে।
১১।	দরপত্র জমাদানের স্থান, তারিখ ও সময়	ঃ	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট/জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট। তারিখ: ২৫/১০/২০২১খ্রিঃ, সময়-বেলা ০১.০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১২।	দরপত্র বাক্স খোলার স্থান, তারিখ ও সময়	ঃ	সহকারী বন সংরক্ষকের কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। ২৬/১০/২০২১খ্রিঃ, সময়- বিকাল ০৩.০ ঘটিকা।
১৩।	দরপত্র সিডিউলের মূল্য	ঃ	২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা অফেরতযোগ্য।
১৪।	দরপত্র দাতার যোগ্যতা	ঃ	সিলেট বন বিভাগের হালনাগাদ তালিকাভুক্ত মহালদার।
১৫।	দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য	ঃ	দরপত্রের শর্তাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট/সহকারী বন সংরক্ষক, সিলেট সদর, সিলেট/শ্রীমঙ্গল/হবিগঞ্জ/সুনামগঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট সকল রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে অফিস চলাকালীন সময়ে (ছুটির দিন ব্যতিত) দেখিতে ও জানিতে পারা যাইবে।
১৬।	কাজের বিবরণ (প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল)	ঃ	সংশ্লিষ্ট দপ্তরে রক্ষিত বাঁশ মহাল বিক্রয়ের তফসিল।

শর্তাবলি :

১। প্রাকৃতিক বাঁশ মহাল বিক্রয়ের দরপত্রে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার হইতে হইবে এবং তাহার মহালদারী তালিকাভুক্তি হালনাগাদ নবায়ন থাকিতে হইবে। সিলেট বন বিভাগের তালিকাভুক্ত মহালদার ব্যতীত কেহ দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ তালিকাভুক্তির সত্যায়িত আলোকছাপ এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাটের সত্যায়িত আলোকছাপ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

২। দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রের/সিডিউলের সহিত দরপত্রের শর্তানুযায়ী যে সকল সনদপত্র/কাগজপত্র দাখিল করিবেন, তাহা যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া না গেলে এবং ভূয়া/জালিয়াতি প্রমাণিত হইলে, দরপত্রদাতার বায়নার টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতঃ দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করা সহ দরপত্র দাতার মহালদারী তালিকাভুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৩। দরপত্র দাতাকে দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত মূল্যের শতকরা ৩% (শতকরা তিন ভাগ) বায়নার টাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে (Pledged to D.F.O. Sylhet) যে কোনো তফশিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার মূলে জমা দিয়া গৃহীত মূল ব্যাংক ডাফট/পে–অর্ডার দরপত্রের সাথে জমা দিতে হইবে। বায়নার টাকা জমা দেওয়া ছাড়া কোনো দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না। দরপত্র দাতা মহাল ক্রয়ে অকৃতকার্য হইলে, তাহার বায়নার টাকা যথাসময়ে ফেরৎ প্রদান করা হইবে। কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা তাহার ইচ্ছানুসারে মহালের জামানত হিসাবে সমন্বয় করা যাইতে পারে।

৪। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত মহালদারকে দরপত্র দাখিলের পূর্বে তফশিলে বর্ণিত বাঁশ মহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া মহালে প্রজাতিভিত্তিক প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা/গুণগতমান যাচাই করিতে হইবে। বাঁশ মহাল পূর্বে না দেখার অজুহাতে দরপত্র গ্রহণের পর প্রজাতিভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা কম আছে বা ইহার গুণগতমান সম্পর্কে দরপত্র দাতার কোনো ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫। দরপত্রের সিডিউল (ছকপত্র) অবশ্যই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও নির্ধারিত সিডিউলে দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রের ছকপত্র (সিডিউল) ক্রয়ের সময় মহালদারী হালনাগাদ তালিকাভুক্তি এবং হালনাগাদ আয়কর ও ভ্যাট সনদপত্র প্রর্দশন করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা হইবে না। দরপত্র দাতাকে সিডিউল ক্রয়ের রশিদ দরপত্রের সাথে গাঁথিয়া জমা দিতে হইবে।

৬। প্রতিটি বাঁশ মহালের জন্য আলাদা-আলাদা দরপত্র (সিডিউল) ক্রয় করিতে হইবে এবং আলাদাভাবে মহালের নাম উল্লেখপূর্বক দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৭। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত মহালের প্রাক্কলিত সংখ্যক বাঁশ বিক্রয় করা হইবে। কোনো অবস্থায়ই প্রাক্কলিত সংখ্যার অতিরিক্ত বাঁশ কাটা বা আহরণ করা যাইবে না। পক্ষান্তরে দরপত্র দাতা মহাল হইতে বর্ণিত সংখ্যক বাঁশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইলে, অনাহরিত বাঁশের উপর দরপত্র দাতার কোনো দাবী থাকিবে না এবং ঐ কারণে তিনি কোনোরূপ মূল্য রেয়াত বা ফেরৎ দাবী করিতে পারিবেন না।

৮। যাহার দরপত্র গ্রহণ করা হইবে, তাহাকে দরপত্র গ্রহণের সংবাদ জানানোর ৩(তিন) দিনের মধ্যে গৃহিত মূল্যের শতকরা ১৫% হারে জামানত বাবদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট এর বরাবরে তফশীলভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফ্ট/পাসবহি এর মাধ্যমে জমা দিয়া উহা অত্র দপ্তরে জমা প্রদান করতঃ নির্ধারিত ফরমে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে হইবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে জামানতের টাকা বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৭০(সত্তর) ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। মুদ্রিত চুক্তিনামার নমুনা বিভাগীয় বন কার্যালয়, সিলেট ও সিলেট বন বিভাগের যে কোনো রেঞ্জ অফিস হইতে দেখিতে পারা যাইবে। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিনামা সম্পাদনের পর সফল দরপত্র দাতার বায়নার টাকা অবমুক্ত করা যাইবে। জামানতের টাকা কোনো অবস্থাতেই কোনো কিস্তির সহিত সমন্বয় করা যাইবে না।

৯। ৮নং শর্তে বর্ণিত নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জামানতের টাকা জমা দিতে ও চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে, কৃতকার্য দরপত্র দাতার বায়নার টাকা (Earnest money) সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। তাহা ছাড়াও বন বিভাগের তালিকাভুক্তি বাতিলক্রমে তাহাকে কালো তালিকাভুক্তি (Black Listed) করা যাইতে পারে। পরবর্তীতে মহালটি বিক্রয় করিলে, কম মূল্যে বিক্রয় জনিত কারণে সরকারের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইবে, তাহা "সরকারি পাওনা" হিসাবে আদায়ের জন্য ১মবার সফল দরপত্র দাতার বিরুদ্ধে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত দরপত্র দাতার অন্য কোনো মহালের জামানত কিংবা অন্য কোনো প্রকার অর্থ বন বিভাগের নিকট পাওনা/জমা থাকিলে, তাহা হইতে সরকারের পাওনা অর্থ কর্তনক্রমে আদায় করা যাইবে।

১০। দরপত্রদাতা/তালিকাভুক্তি মহালদার বাঁশ মহাল বিক্রয়/ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং মনগড়া কোনো অভিযোগ দাখিল করিয়া প্রশাসনিক জটিলতা/বাঁশ মহাল বিক্রয়/ইজারা সংক্রান্ত কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি করিলে তালিকাভুক্তি বাতিল করা সহ তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের থাকিবে।

১১। জামানতের টাকা জমা দিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর ১৫নং শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতঃ কার্যাদেশ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, দরপত্র দাতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহার দরপত্র বাতিল করা হইবে।

১২। সফল দরপত্র দাতা চুক্তিপত্রের বা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোনো শর্ত লংঘন/ভঙ্গ করিলে তাহার জামানতের টাকা সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত এবং তাহার দরপত্র বাতিল করিয়া মহালটি পুনরায় বিক্রয় করা হইবে। পুনঃ বিক্রয়ে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হইলে, তাহা প্রথমবার দাখিলকৃত সফল দরপত্র দাতার নিকট হইতে বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৩। দরপত্র দাতাকে যথেষ্ট স্থাবর/সম্পত্তির মালিক অথবা প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হইতে হইবে। আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার ব্যাংক লেনদেনের বিগত এক বছরের হালনাগাদ বিবরণী দরপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

১৪। যাহাদের নিকট বন বিভাগের পূর্ববর্তী কোনো বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে অথবা যাহাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পাওনা বাবদ সার্টিফিকেট মামলা মূলতবী রহিয়াছে অথবা যাহারা বন আইনে অপরাধী বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

১৫। মহালের বিক্রয় মূল্যের টাকা নিম্নবর্ণিত হারে ও সময়ে পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক দফায় বর্ণিত হারে বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারা যাইবে।

(ক) একলক্ষ টাকা বা তার কম মূল্যে বিক্রিত মহাল :

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ১০০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে	১০০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ৩ (তিন) মাস।

(খ) একলক্ষ টাকার উর্ধ্ব হইতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিক্রিত মহাল :

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৫০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ০৭(সাত) দিনের মধ্যে	৪০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ০৬ (ছয়) মাস।
২য় কিস্তি ৫০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৪(চার) মাসের মধ্যে	১০০%	

(গ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিক্রিত মহাল : যাহাতে ১০ লক্ষ বা তার কম বাঁশ রহিয়াছে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ১২ (বার) মাস।
২য় কিস্তি ৩০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৬০%	
৩য় কিস্তি ২০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৮ (আট) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৮০%	
৪র্থ কিস্তি ১০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ১০ (দশ) মাসের মধ্যে	সর্বমোট ১০০%	

(ঘ) ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে বিক্রিত মহাল : যাহাতে ১০ লক্ষের অধিক কিন্তু ২৫ লক্ষ বা তার কম বাঁশ রহিয়াছে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ১৫ (পনের) মাস।
২য় কিস্তি ৩০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৬০%	
৩য় কিস্তি ২০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৯ (নয়) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৮০%	
৪র্থ কিস্তি ১০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ১২ (বার) মাসের মধ্যে	সর্বমোট ১০০%	

(ঙ) ৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে বিক্রিত মহাল : যাহাতে ২৫ লক্ষের অধিক বাঁশ রহিয়াছে।

কিস্তির হার	কিস্তি পরিশোধের সময়	আহরিতব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের মেয়াদ
১ম কিস্তি ৪০%	ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন জানানোর তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৩০%	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে (বন্ধকালীন সময় ব্যতিত) ১৮(আঠারো) মাস।
২য় কিস্তি ৩০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৬০%	
৩য় কিস্তি ২০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ১০ (দশ) মাসের মধ্যে	মোট সংখ্যার ৮০%	
৪র্থ কিস্তি ১০%	মহালের কার্যকালীন সময়ের ১৪ (চৌদ্দ) মাসের মধ্যে	সর্বমোট ১০০%	

মহালক্রেতাকে মহালের কার্যাদেশপত্রে কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অবহিত করা হইবে। ইহা ছাড়া অনিবার্য কারণ বশতঃ কিস্তির টাকা পরিশোধের তারিখ পুনঃ নির্ধারনের প্রয়োজন দেখা দিলে, কার্যাদেশে উল্লিখিত মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উহা পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৬। ১৫নং শর্তে বর্ণিত হারে ও সময়ে ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং অন্যান্য কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করিলে, মহালের কাজ বন্ধ করার অর্থাৎ বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন বন্ধের এখতিয়ার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে ও এইরূপ কাজ বন্ধ করার জন্য ক্রেতা মহালের বাকী টাকা পরিশোধ হইতে রেহাই পাইবেন না। এই জন্য ক্রেতার কোনো ক্ষতি হইলে, তজ্জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

১৭। নির্ধারিত সময়ে মহালক্রেতা কিস্তির টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রতিদিনের জন্য পাওনা টাকার উপর ০.৫% জরিমানা ধার্য করিতে পারিবেন এবং জরিমানা ধার্য করা হইলে, মহালক্রেতা জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাঁশ মহাল ইজারা/বিক্রয় অনুমোদন পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব ঘটিলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা মহালের কার্যাদেশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বায়নার টাকা ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না।

১৯। ১৬ জুন হইতে ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত বাঁশের প্রজন্ম বৃদ্ধিজনিত কারণে বাঁশ কাটার বন্ধ মৌসুম (Closed Season) হিসাবে নির্ধারিত। এই বন্ধ মৌসুমে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকিবে।

২০। বন্ধকালীন সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই মহালক্রেতাকে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরসহ সকল কাটা বাঁশ মহাল হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে। ১৬ জুন তারিখে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কাটা বাঁশ থাকিলে, তাহা সরকারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং বন্ধকালীন সময়ে বাঁশ কর্তন বা অন্য যে কোনো কার্যক্রমের ফলে বাঁশের প্রজননে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারনে এবং কচি বা ডগা বাঁশ নষ্ট হওয়ার জন্য প্রতিটি বাঁশের গড় বিক্রয়মূল্য হিসেবে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন। তাহা ছাড়া, বন্ধকালীন সময়ে মহালের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ বাঁশ কর্তিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে, সেই পরিমাণ বাঁশ মহালের বিক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে। ইহা মহালক্রেতা কখনই দাবী করিতে পারিবেন না।

২১। বাঁশ মহালের সমুদয় বাঁশ কার্যাদেশপত্রে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তন, আহরণ ও পরিবহন কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। মহালক্রেতা মহাল হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কম সংখ্যক বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের অজুহাতে পরবর্তীতে সময় বর্ধিতকরণের জন্য মহালক্রেতার কোনো আবেদন/নিবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না। তবে সীমান্ত গোলযোগের কারণে মহালক্রেতা নির্ধারিত সময়ে বাঁশ আহরণে ব্যর্থ হলে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা ০২(দুই) মাস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবেন।

২২। মহালক্রেতা দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তফসিলে উল্লেখিত প্রজাতি/সংখ্যার অতিরিক্ত কোনো বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করিতে পারিবেন না। এইরূপ কোনো বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহন করা প্রমাণিত হইলে, উহা বন অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং প্রচলিত বন অপরাধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৩। তপশিলে বর্ণিত ২০২১-২০২২ আর্থিক সালে বিক্রিতব্য/বিক্রয়যোগ্য বাঁশ মহাল হইতে যে কোনো বাঁশ মহাল বাদ দেওয়া বা অনুমোদিত অন্য যে কোনো বাঁশ মহাল অর্ন্তভূক্ত করা বা না করা এবং বিক্রিত কোনো বাঁশ মহাল সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যাদেশের পূর্বে বাদ দেওয়া সম্পূর্ণ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন।

২৪। বিক্রিত বাঁশ মহাল হইতে সিডিউল রেইটে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য (হোম কনজামশন) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পারমিট ইস্যু করিতে পারিবেন, যাহা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৫। বিক্রিত মহালের কচি বা ডগা বাঁশ কাটা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু প্রতি ঝাড়ে (Clump) ডগা বাঁশের সাথে ৪(চার) টি পাঁকা বাঁশ অবশ্যই রাখিতে হইবে। প্রতি ঝাড়ে ৪ (চার) টি পাকা বাঁশ না থাকিলে, প্রতিটি কাটা বাঁশের জন্য প্রতিটি বাঁশের গড়মূল্য হিসেবে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৬। পাকা বাঁশ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কাটিতে হইবে। পাকা বাঁশ কাটিবার সময় যাহাতে ডগা বা কচি বাঁশ নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি মহালক্রেতাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং বাঁশ আহরণের সময় যদি কোনো কচি বা ডগা বাঁশ অথবা পাকা বাঁশ নষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রতি বিনষ্ট বাঁশের জন্য প্রতিটি বাঁশের গড় বিক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ হারে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২৭। প্রাকৃতিক ভাবে বাঁশ মহালে পুষ্পায়নের পর ফুল ও ফল আসিলে তাৎক্ষণিক বাঁশ মহালের কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যাইবে।

২৮। মহালের মেয়াদকালীন সময়ে প্রাকৃতিক ভাবে পুষ্পায়নের ফলে মহালের বাঁশ মারা গেলে বকেয়া রাজস্ব মওকুফ করার বিষয়টি বিবেচনা করা বা না করা যথাযথ কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে। তবে মহালক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত কোনো রাজস্ব তিনি আর ফেরত দাবী করিতে পারিবেন না এবং ঐ পরিমাণ বাঁশও তিনি কখনই কর্তন/আহরণ/পরিবহনের সুযোগ পাইবেন না।

২৯। কোনো ক্রমেই মাটি হইতে ১-০´´ ফুটের বেশী উঁচুতে বাঁশ কাটা যাইবে না। ১-০´´ ফুটের উপরে বাঁশ কাটিলে এবং এইরূপ কাটা প্রমাণিত হইলে, প্রতিটি বাঁশের জন্য প্রতিটি বাঁশের গড় বিক্রয়মূল্য হিসেবে জরিমানা মহালক্রেতা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩০। মহাল ক্রেতা মহালের বাহিরে বাঁশ বা অন্য কোনো বনজদ্রব্য কাটিলে ক্রেতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা সহ মহাল ক্রয় বাতিল করা হইবে। ইহা ছাড়া, মহালের পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলের কোনো বনজদ্রব্য চুরি হইলে, তজ্জন্য মহালক্রেতা দায়ী থাকিবেন এবং ইহাতে সরকারের যে ক্ষতি হইবে, ক্রেতা তাহা পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় ৮নং শর্তে বর্ণিত ক্রেতার জামানত সরকারের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। মহাল এলাকার সীমানা হইতে চর্তুদিকে ১ মাইল পর্যন্ত এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে। তবে চুরির সংবাদ তৎক্ষনাৎ লিখিত ভাবে নিকটবর্তী ফরেস্ট অফিসে জানাইলে এবং অপরাধীকে ধরিতে সাহায্য করিলে উক্ত দায় হইতে ক্রেতাকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

৩১। বাঁশ মহালের কর্তিত বাঁশ ডিপোজাতকরণের জন্য মহালক্রেতাকে ডিপো স্থাপনের ভূমির ম্যাপ, পর্চাসহ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং সহকারী বন সংরক্ষক এর সুপারিশ সহকারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। অনুমোদিত ডিপো ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কর্তনকৃত বাঁশ মজুদ করা যাইবে না।

৩২। বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে/ভিতরে কর্তনকৃত কোনো বাঁশ রাখা যাইবে না। কর্তনকৃত বাঁশ সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরম-৬ মুলে ডিপোতে স্থানান্তর করিতে হইবে।

৩৩। বাঁশ মহালের বাঁশ কর্তন, আহরণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিপোতে বাঁশ মজুদের পূর্বে বাঁশ মহালের অভ্যন্তরে কর্তনকৃত বাঁশ কোনো অবস্থাতেই খণ্ডন করা যাইবে না। ডিপোতে মজুদকৃত বাঁশ প্রয়োজনে খণ্ডনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় উহার কোনো প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে, প্রতিটি খণ্ডনকৃত বাঁশের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জরিমানা ধার্য্য করিতে পারিবেন। মহালক্রেতা উহা দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এই সংখ্যক বাঁশ তাহার ক্রয়কৃত মোট বাঁশের সংখ্যা হইতে কমিয়া যাইবে।

৩৪। বাঁশ মহাল/বনাঞ্চল হইতে বাঁশ বাহির করিয়া ডিপোতে নেওয়ার সময় বাঁশের প্রত্যেক চালান সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার দ্বারা সরজমিনে অবশ্যই চেক করাইতে হইবে। বিট অফিসার বাঁশের চালান চেক করার পর দেওয়া সার্টিফিকেট অব অরিজিন ফরমের অপর পৃষ্ঠায় চেক করা বাঁশের সংখ্যা লিখিয়া তারিখসহ নামীয় সীল ও সই করিবেন। ডিপো হইতে অন্যত্র স্থানান্তরের সময় রীতিমত ট্রানজিট পাশ নিতে হইবে। উক্ত ট্রানজিট পাশ প্রত্যেক চেক স্টেশনে চেক করাইতে হইবে।

৩৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সরকারি প্রয়োজনে দশভাগ বাঁশ (১০%) সরকারি সিডিউল রেইটে এবং ১০% (দশ) ভাগের উর্দ্ধে যে কোনো পরিমাণ বাঁশ সরকারি প্রয়োজনে স্থানীয় রেঞ্জ অফিসার কর্তৃক যাচাইকৃত স্থানীয় বাজার দরে হুকুম দখল করিতে পারিবেন।

৩৬। মহালক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত মহালের ভিতর কোনো প্রকার রাস্তা তৈরী করিতে পারিবেন না।

৩৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেটের অনুমতি ব্যতীত অবিক্রিত বাঁশ মহালের (Closed Coupe/Mohal) ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছড়া বা নালা দিয়া বাঁশ বাহির করা যাইবে না।

৩৮। যে সকল বাঁশ মহালের নাম ছড়ার নাম অনুসারে দেওয়া হইয়াছে, ঐ সকল মহালের বাঁশ শুধুমাত্র মহালের নাম দেওয়া ছড়া দিয়া বাহির করিতে পারিবেন। মহালক্রেতা অন্য ছড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৩৯। মহালের মেয়াদ এর মধ্যে মহালে কোনো প্রকার অগ্নি সংযোগ হইলে মহালদার তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহাতে সরকারের কোনো প্রকার ক্ষতি হইলে, মহাল ক্রেতা ইহার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪০। চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে মহালক্রেতা নিজ ক্রয়কৃত মহালের বাঁশ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। কোনো দৈব দূর্বিপাকে বা অভ্যন্তরীণ বা সীমান্ত গোলযোগে মহালক্রেতার কোনো ক্ষতি হইলে সরকার তজ্জন্য দায়ী হইবে না। এই সমস্ত কারণে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না, করিলেও উহা আইনগত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪১। মহালের বকেয়া কিস্তির টাকা পাওনা থাকিলে অথবা চুক্তি বাতিল ও পুনঃবিক্রিজনিত কারণে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হইলে, এইসব পাওনা বা ক্ষতি বকেয়া ভূমি রাজস্ব (Arrear of Land Revenue) হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা জারীর মাধ্যমে আদায় করা হইবে।

৪২। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তপশিলে বর্ণিত সকল মহাল বা যে কোনো মহাল বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে/কারণে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট বিক্রয় নাও করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও কোনো ওজর আপত্তি চলিবে না।

৪৩। মহালক্রেতা কেবল মাত্র হাণ্ডর তৈরি করার জন্য সংশিষ্ট মহাল এলাকা হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডি-শ্রেণীর গাছ (ঘনফুট)/বল্লী (দৈর্ঘফুট) বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে লিখিতভাবে অনুমতি গ্রহণ করতঃ প্রতি ঘনফুট/দৈর্ঘফুট রাজস্ব মূল্যের তিনগুন হারে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

৪৪। মহালের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মহালদারকে মহালের অভ্যন্তরে নির্মিত হাণ্ডর ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। যথাসময়ে মহালদার হাণ্ডর ভাঙ্গিয়া না নিলে, নির্ধারিত সময়ের পরে বিনা নোটিশে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত হান্ডর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবেন এবং এই হাণ্ডর ভাঙ্গার কাজে ব্যয়িত অর্থ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, মহালদারের জামানত বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

৪৫। মহালক্রেতা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মহালের ক্রয়মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ৫% হারে উৎসে আয়কর ও ১৫% হারে উৎসে মূল্য সংযোজন কর প্রতিটি কিস্তির সাথে আনুপাতিক হারে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৬। ৪৫নং শর্তে বর্ণিত আয়কর ও ভ্যাট এর হার মহালের মেয়াদকালীন সময়ের মধ্যে পরিবর্তন/পরিবর্ধন হইলে যে হার নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহাল ক্রেতা উহা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহা ছাড়া সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোনো কর যে হারে নির্ধারিত হইবে, সেই হারে মহালক্রেতা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৭। সর্বোচ্চ বা যে কোনো দর/দরপত্র গ্রহণ করা বা না করা দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির/কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারভুক্ত। ইহার জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/কর্তৃপক্ষ কাহারো নিকট কোনো প্রকার কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।

৪৮। ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার উপরে দরপত্র গ্রহণ করা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন থাকিবে।

৪৯। দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে যদি কোনো মূদ্রণজনিত বা অন্য কোনো প্রকার করণিক ভুলত্রুটি যে কোনো সময় লক্ষ্য করা যায় বা ধরা পড়ে, তবে ঐ সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে। ইহাতে কাহারও কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

৫০। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির যে কোনো শর্ত বা শর্তাংশ প্রয়োজনে যে কোনো সময় সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সংরক্ষণ করেন।

৫১। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সকল শর্তাবলি পুংখানুপুংখরূপে অবগত হইয়া দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে হইবে। পরবর্তীতে এতদবিষয়ে কোনো ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫২। অত্র দরপত্র বিজ্ঞপ্তির তপশিলে বর্ণিত যে কোনো বাঁশ মহাল ধার্যকৃত তারিখে বিক্রয়/ইজারা প্রদানের জন্য উপযুক্ত কোনো দরপত্র পাওয়া না গেলে, উহা বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত একই অনুমোদিত শর্তে পরবর্তীতে পুনরায় দরপত্র আহবান, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দরপত্র গ্রহণের তারিখ পুনঃনির্ধারণ করার ক্ষমতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার থাকিবে।

৫৩। এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের ব্যাখ্যা বা সংশ্লিষ্ট মহাল বিক্রয় ও বিক্রয় উত্তর পরিস্থিতিতে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নে বন সংরক্ষক, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইবে।

৫৪। ইহা বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা'২০১১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

দরপত্রের তফশিল অনুমোদন করা হইল।

(আর.এস.এম. মুনিরুল ইসলাম)
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

(এস, এম, সাজ্জাদ হোসেন)
পরিচিতি নম্বর-১৩১৬০
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।

" তপশিল "

সিলেট বন বিভাগের ২০২১-২০২২ আর্থিক সালে বিক্রয়যোগ্য প্রাকৃতিক বাঁশ মহালের তালিকা :

ক্রঃ নং	রেঞ্জের নাম	ফেলিং সিরিজ/ বিটের নাম	কুপ/ মহালের নাম	মহাল নং ও সন	এলাকা/মহালের আয়তন (একর/হেক্টর)	বাঁশের প্রজাতি	প্রজাতিভিত্তিক বাঁশের সংখ্যা	প্রাপ্তব্য বাঁশের সংখ্যা	মহালের সীমানা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	রাজকান্দি রেঞ্জ	আদমপুর বিট	বাঘাছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০১/বাঘাছড়া/ বাঁশ-২০২১-২০২২	৬০৯.২৭ একর বা ২৪৬.৬৭ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ টেংরা মুলি ডলু বাঁশ খাং বাঁশ	১,৯৭,৩৩৬টি ৯৭,৬৬২টি ৯৮,১৬৫টি ১৪,৫৯৯টি ৩৯,৭৭০টি	৪,৪৭,৫৩২টি	উত্তরে : ডলুয়া বাঁশ মহাল দক্ষিণে : কুরমাছড়া বাঁশ মহাল পূর্বে : কুরমাছড়া বাঁশ মহাল পশ্চিমে : ২০০৮ সনের বাগান	--
২.	রাজকান্দি রেঞ্জ	কুরমা বিট	কুরমাছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০২/কুরমাছড়া/ বাঁশ-২০২১-২০২২	৩৬৭৬.০০ একর বা ১৪৮৮.২৬ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ টেংরা মুলি খাং বাঁশ ডলু বাঁশ	৫,৬১,২৩০টি ৩,২৬,২১৫টি ২,০৭,৯৫৬টি ১,৯২,৪২১টি ৮৮,৬৯৫টি	১৩,৭৬,৫১৭টি	দক্ষিণে : চম্পারায় ব্লক পূর্বে : ভারত উত্তরে : বাঘাছড়া পশ্চিমে : খাসিয়া পানপুঞ্জি।	--
৩.	রাজকান্দি রেঞ্জ	কুরমা বিট	সোনারাই ছড়া বাঁশ মহাল	রাজ/০৩/সোনারায় ছড়া/বাঁশ-২০২১-২০২২	২৪৭৮.০০ একর বা ১০০৩.২৪ হেক্টর	মাকাল বাঁশ মুলি বাঁশ টেংরা মুলি খাং বাঁশ ডলু বাঁশ	৮,৫৭,২৬৮টি ৫,৪৩,৭৫৬টি ২,৮৩,৪১৫টি ১,৭০,০৪৯টি ১,১৩,৮৬৭টি	১৯,৬৮,৩৫৫টি	দক্ষিণে : ভারত পূর্বে : ভারত উত্তরে : চম্পরায়ছড়া পশ্চিমে : ১৯৬৫ সনের পুরাতন বাগান	--

দরপত্রের তপশিল অনুমোদন করা হইল।

আর.এস.এম. মুনিরুল ইসলাম
বন সংরক্ষক
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বন ভবন
মহাখালী, ঢাকা।

এস, এম, সাজ্জাদ হোসেন
পরিচিতি নম্বর-১৩১৬০
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সিলেট বন বিভাগ, সিলেট।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা-০৪)

বিজ্ঞপ্তি

[ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর ৭৮ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক]

পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) কেস নং-৩৬/২০২১ (এল. এ কেস নং-০৩/১৯৪৮-৪৯)

যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি এল. এ. কেস নং-০৩/১৯৪৮-৪৯ এর মাধ্যমে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন নাই বলিয়া গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.৪৯.৩২.০০৯.১৮. ১৪৫; তারিখ ০৮ আগস্ট, ২০২১ এর মাধ্যমে অনাপত্তিপত্র প্রদান করিয়াছেন, সেহেতু সরকার তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি এতদ্বারা পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) করিলেন:

পুনঃগ্রহণ (রিজিউম) প্রস্তাবিত ভূমির তফসিল

জেলা-ঢাকা, থানা-সাবেক কেরাণীগঞ্জ হালে তেজগাঁও শিল্প এলাকা, মৌজা-সাবেক বেগুনবাড়ী হালে তেজগাঁও শিল্প এলাকা, জে. এল নং-০৬

সি.এস. ৩৭ নং দাগের ০.২০ একর, ৯০ নং দাগের ০.১২ একর, ৯১ নং দাগের ০.৬৫ একর এবং ৯৪ নং দাগের ০.০৩ একর, যা এস. এ ১০৮ নং দাগ, আর, এস ৪৯১৬ নং দাগ এবং ঢাকা সিটি জরিপে ৮১০৪ নং দাগ।

মোঃ শহীদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা
ভূমি অধিগ্রহণ শাখা-০৪

ফরম 'ঘ'
অধিগ্রহণ মামলা নং-০৪.২৫.০১/২০২০-২০২১
প্রত্যাশী সংস্থা: বাংলাদেশ পুলিশ
প্রকল্পের নাম: ১২ আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ঢাকা'র পুলিশ লাইন্স স্থাপনা নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
'ঘোষণা'
[১৩(২) ধারা মোতাবেক]

যেহেতু এই মর্মে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নম্বর আইন) এর ১৩(২) ধারা অনুসারে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে বলে অনুমিত হয়েছে।

সেহেতু, এক্ষণে উক্ত আইনের ১৩(২) নং ধারা অনুযায়ী আমি ঘোষণা করছি যে, উক্ত সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হল এবং ইহা সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্বমুক্ত হয়ে সরকারের উপর অর্পিত হল:

তফসিল

জেলা-ঢাকা, থানা-দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, মৌজা-বাঘৈর, জে. এল. নং-৮৭

ক্রমিক নং	আর এস দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৩৯০(অংশ)	০.৫৫	০.০৪৭০
২	৩৯৯ (পূর্ণ)	০.২৯	০.২৯০০
৩	৪০০ (পূর্ণ)	০.২৫	০.২৫০০
৪	৪০১ (অংশ)	০.৩২	০.০৫০০
৫	৪০৩ (অংশ)	০.৫৯	০.৫৬০০
৬	৪০৪ (অংশ)	০.৮৫	০.৮৪৫০
৭	৪০৫ (পূর্ণ)	০.৭৩	০.৭৩০০
৮	৪০৬ (পূর্ণ)	০.৬৩	০.৬৩০০
৯	৪০৭ (পূর্ণ)	০.৩৮	০.৩৮০০
১০	৪০৮ (পূর্ণ)	০.২৬	০.২৬০০
১১	৪০৯ (পূর্ণ)	০.৫৪	০.৫৪০০
১২	৪১০ (পূর্ণ)	০.৬৬	০.৬৬০০
১৩	৪৬৩(পূর্ণ)	০.৭৬	০.৭৬০০
১৪	৪৬৪ (অংশ)	০.১৯	০.১৬০০
১৫	৪৬৫ (অংশ)	০.১৮	০.১৫০০
১৬	৪৬৬ (অংশ)	০.৪২	০.৩২০০
১৭	৭২৬ (অংশ)	০.৪৭	০.০১৩০
১৮	৭৫৭ (অংশ)	০.৯১	০.৪২০০
১৯	৭৫৮ (পূর্ণ)	০.৬১	০.৬১০০
২০	৭৫৯ (অংশ)	০.৭৫	০.৪৫৫০
২১	৭৬০ (পূর্ণ)	০.৬১	০.৬১০০
২২	৭৬১ (পূর্ণ)	০.৭৭	০.৭৭০০
২৩	৭৬২ (অংশ)	০.৭৩	০.৪৯০০
	সর্বমোট জমির পরিমাণ =		১০.০০ একর

মোহাম্মদ মাহমুদুল হক
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ)।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
ব্যবসা-বাণিজ্য শাখা
কুমিল্লা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১১ ভাদ্র ১৪২৮/২৬ আগস্ট ২০২১

নং ০৫.৪২.১৯০০.০১০.০১৮.০০১.২০২১-২৪৯(৩৫)—অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৮১ এর ২২ ধারার ৯ নং উপ-ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে আমি মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এতদ্বারা উক্ত আদেশের ২২ ধারার ২নং উপ-ধারায় বর্ণিত সকল তফসিলভুক্ত ডিলিং লাইসেন্স নবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করলাম।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
জেলা প্রশাসক।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সখিপুর, টাঙ্গাইল।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ ২২ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.৪১.৯৩৮৫.০০০.০৪.০০৩.১৮-৫৪৫—এতদ্বারা টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলাধীন ৫ নং হাতীবান্ধা ইউনিয়ন এর সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হাতীবান্ধা ইউনিয়ন বিভক্ত করে হতেয়া রাজাবাড়ী নামে নতুন ইউনিয়ন গঠন এবং হাতীবান্ধা (পুরাতন) ইউনিয়ন পুনর্গঠন এর জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল মহোদয় বরাবর ইতোপূর্বে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল কর্তৃক প্রাপ্ত স্মারকাদেশ নং-০৫.৪১.৯৩০০.০০০.০৭.০২৬.২১-৪৭১, তারিখ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ মূলে এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তপশিল অনুযায়ী হাতীবান্ধা ইউনিয়ন

বিভক্ত করে হতেয়া রাজাবাড়ী নামে নতুন ইউনিয়ন গঠন এবং হাতীবান্ধা (পুরাতন) ইউনিয়ন পুনর্গঠন করা হলো, যা "৫নং হাতীবান্ধা ইউনিয়ন" এবং "৯ নং হতেয়া রাজাবাড়ী ইউনিয়ন" নামে অভিহিত হবে।

৫নং হাতীবান্ধা ইউনিয়ন

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	মৌজার নাম	গ্রাম, পাড়া/মহল্লার নাম	জেএল নং	ওয়ার্ডের আয়তন (ব:কি:)	ওয়ার্ডের জনসংখ্যা (২০১১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী)	সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড নম্বর
০১	চাকদহ	চাকদহ	৮৩	৩.৭০৩	২,৩২০	১
০২	রতনপুর, চাকদহ	বালিয়াটাপাড়া, আগচাকদহ (বৈরাগীপাড়া)	৮৩, ৮৫	২.৯৭৭	১,৭৮০	
০৩	রতনপুর	রতনপুর, ঢাকিপাড়া	৮৫	২.১৫০	২,৭৪০	
০৪	হাতীবান্ধা, রতনপুর	কাশেম বাজার, খন্দকারপাড়া, রুপারচালা	৮৪, ৮৫	২.৫৮০	১,৯১০	২
০৫	হাতীবান্ধা	হাতীবান্ধা পূর্বপাড়া, তালিমঘরপাড়া, পিরগাছিয়াচালা	৮৪	৩.০২০	১,৭৬৩	
০৬	তক্তারচালা	তক্তারচালা, কামারপাড়া	১১৭	৩.৫০০	২,৭৫০	
০৭	হাতীবান্ধা	কামালিয়াচালা, হাতীবান্ধা মধ্যপাড়া, ভালিকাচালা, শ্রীবতলী	৮৪	৩.৮০০	১,৮৭০	৩
০৮	হাতীবান্ধা	খুদিয়াজুরি, হানারচালা, আমরাতৈল	৮৪	৩.২৫০	১,৭৫০	
০৯	হাতীবান্ধা	টেকিপাড়া, মালতিপাড়া, হাতীবান্ধা পশ্চিমপাড়া, মৈশাডাঙ্গা, হিজলতলী, কুমড়াঝুড়ি	৮৪	৫.২০০	৩,২৫০	
			সর্বমোট =	৩০.১৮০	২০,১৩৩	

৯নং হতেয়া রাজাবাড়ী ইউনিয়ন

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	মৌজার নাম	গ্রাম, পাড়া/মহল্লার নাম	জেএল নং	ওয়ার্ডের আয়তন (ব:কি:)	ওয়ার্ডের জনসংখ্যা (২০১১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী)	সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড নম্বর
০১	তক্তারচালা	ঝিনিয়া, ফুলগাছিয়াচালা, পাটজাগ	১১৭	৩.৯৫০	২,৮৪০	১
০২	তক্তারচালা	বাইটকাপাড়া	১১৭	২.৭৫০	১,৪৭০	
০৩	হতেয়া	কেরানীপাড়া, উইলাচালা, বনানীপাড়া, হলিদ্রাচালা	১১৮	৩.৭৫০	৩,১২০	
০৪	হতেয়া	নাট মন্দিরচালা, কলেজপাড়া, রামখালী	১১৮	৫.২০০	২,৯২০	২
০৫	হতেয়া	কাজীপাড়া, মাওলানাপাড়া, সাতভাউরিয়াচালা	১১৮	৪.৮৫০	২,২৪০	
০৬	হতেয়া	ভাতকুরাচালা, দেওয়ানপাড়া	১১৮	২.০৫০	১,৭৬০	
০৭	হতেয়া, বড়চালা	রাজাবাড়ী, ইন্নতখাচালা	১১৮, ১২০	২.৫২০	১,৭৯০	৩
০৮	বাজাইল	বাজাইল	১১৯	৩.৫৯০	২,১২০	
০৯	বড়চালা	বড়চালা	১২০	২.০২০	১,৯৩০	
			সর্বমোট =	৩০.৬৮০	২০,১৯০	

নং **০৫.৪১.৯৩৮৫.০০০.০৪.০০৩.১৮-৫৪৬**—এতদ্বারা টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর উপজেলাধীন ৬ নং কালিয়া ইউনিয়ন এর সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কালিয়া ইউনিয়ন বিভক্ত করে বড়চওনা নামে নতুন ইউনিয়ন গঠন এবং কালিয়া (পুরাতন) ইউনিয়ন পুনর্গঠন এর জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল মহোদয় বরাবর ইতোপূর্বে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল কর্তৃক প্রাপ্ত স্মারকাদেশ নং-০৫.৪১.৯৩০০.০০০.০৭.০২৬.২১-৪৭২, তারিখ : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২১ মূলে এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর ধারা-১৩ এর উপ-ধারা ৮ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তপশিল অনুযায়ী কালিয়া ইউনিয়ন বিভক্ত করে বড়চওনা নামে নতুন ইউনিয়ন গঠন এবং কালিয়া (পুরাতন) ইউনিয়ন পুনর্গঠন করা হলো, যা "৬নং কালিয়া ইউনিয়ন" এবং "১০নং বড়চওনা ইউনিয়ন" নামে অভিহিত হবে।

৬নং কালিয়া ইউনিয়ন

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	মৌজার নাম	গ্রাম, পাড়া/মহল্লার নাম	জেএল নং	ওয়ার্ডের আয়তন (ব: কি:)	ওয়ার্ডের জনসংখ্যা (২০১১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী)	সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড
০১	কালিয়া, কালিয়াপাড়া ঘোনারচালা	নিশ্চিন্তপুর, দাড়িয়াপুরপাড়া, ডাকাতিয়া অংশ	২৯১ ২৮৬	৩.৩৫	২,৬৩৫	১
০২	কালিয়া, কালিয়াপাড়া ঘোনারচালা	আড়াইপাড়া, হাজীবাড়ী, ডাকাতিয়া মাজেদা মজিদ উচ্চ বিদ্যালয় বাজারপাড়া	২৯১ ২৮৬	৪.৫০	৩,৫৪০	
০৩	কালিয়া	বানিয়ারছিট, দামিয়া, বটতলীপাড়া, মাচিয়ার পূর্ব অংশ	২৯১	৪.৭৬	৩,৭৪৬	
০৪	কচুয়া, কালিয়াপাড়া ঘোনারচালা	বাউখোলাপাড়া, খোরশেদ আলমপাড়া, হাজী চৌরাস্তার পূর্ব-পশ্চিম অংশ	২৮৭ ২৮৬	২.৭	২,৭৮৬	২
০৫	কচুয়া, কালিয়াপাড়া ঘোনারচালা	কচুয়া বাজারের পূর্ব অংশ, ভাতকুড়াপাড়া, ভুইয়াপাড়া, সৌদি মসজিদ পর্যন্ত	২৮৭ ২৮৬	২.৬৫	২,৬৩৬	
০৬	কচুয়া	কচুয়া বাজারের পশ্চিম অংশ, উত্তরে দাপনাজোড়পাড়া, বেপারীপাড়া, দক্ষিণে মজর হাজীর বাড়ী পর্যন্ত, থলচালা	২৮৭	২.৬৫	২,৫৩৮	
০৭	কালিয়াপাড়া, ঘোনারচালা, কাহারতা	বাসারচালা, নয়ারচালা, দেবলচালা, খামারচালা, কাইনালচালা	২৮৬ ২৮৫	৪.৭৫	৩,৫৩৯	৩
০৮	কালিয়াপাড়া, ঘোনারচালা, কাহারতা	সাড়াসিয়া, রামখাঁপাড়া	২৮৬ ২৮৫	৪.৪২	৩,২৯৩	
০৯	কালিয়াপাড়া, ঘোনারচালা, বড়চওনা	ধলিপাড়া, বিলবনিপাড়া, ভন্ডেশ্বরপাড়া, হাসড়াপাড়া, গোহাইলবাড়ীপাড়া, জামালহাটকুড়ার দক্ষিণ অংশ	২৮৬ ২৮৮	৬.২৫	৪,৬৫৮	
			সর্বমোট	৩৬.০৩	২৯,৩৭১	

১০ নং বড়চওনা ইউনিয়ন

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	মৌজার নাম	গ্রাম, পাড়া/মহল্লার নাম	জেএল নং	ওয়ার্ডের আয়তন (ব: কি:)	ওয়ার্ডের জনসংখ্যা (২০১১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী)	সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড
০১	কুতুবপুর	কুতুবপুর, তালতলাপাড়া, ইকুরিয়াপাড়া, চিতারচালা, ভুঁইয়াপাড়া	২৯০	২.২৩	২,৭৭৫	১
০২	কুতুবপুর	শাপলাপাড়া, শ্রীপুরপাড়া, ভিয়াইলপাড়া, দুধনালপাড়া, দাসপাড়া	২৯০	২.০২	২,৪৫০	
০৩	কুতুবপুর	সুলতাননগর, নয়াপাড়া, ঘোনাপাড়া, আবেদ নগর দক্ষিণ ইছামারি, নামদারপুর (পূর্বাংশ)	২৯০	৪.৩৫	২,৮৮৪	

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	মৌজার নাম	গ্রাম, পাড়া/মহল্লার নাম	জেএল নং	ওয়ার্ডের আয়তন (ব: কি:)	ওয়ার্ডের জনসংখ্যা (২০১১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী)	সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড
০৪	কালিয়া	দেবরাজ, খালিয়ার বাইদ	২৯১	৪.৪৯	৩,৫৪৩	২
০৫	বড়চওনা	দাড়িপাকা, বস্তিপাড়া, নামদারপুর পাড়ার দক্ষিণ অংশ, হরকাপাড়া	২৮৮	৩.৭৫	৪.১৫০	
০৬	কুতুবপুর	নামদারপুর পশ্চিম অংশ, বেপারীপাড়া, চারিবাইদা, ইছামারী (উত্তর), শুকনারছিট, শিমুলতলী, বিন্নাউরীপাড়া, হিন্দুপাড়া	২৯০	৫.৩৬	৩,৪৫৬	
০৭	বড়চওনা	চাম্বলতলা, বেলতলী, সোনাতলা, মাচিয়ার পশ্চিম অংশ, জামাল হাটকুড়া উত্তর অংশ, পাগল মোড়	২৮৮	২.৭৫	৩,০৪৪	৩
০৮	বড়চওনা	বড়চওনা, চটানপাড়া, মোটের পাড়, বেপারীপাড়া	২৮৮	৩.৫০	৩,৮৭৪	
০৯	বড়চওনা	বিন্নাখাইড়া, গায়েন মোড়, যশিহাটীপাড়া, ভুয়াইদ পাড়ার অংশ	২৮৮	২.৭৪	৩,০৩২	
			সর্বমোট	৩১.১৯	২৯,২০৮	

চিত্রা শিকারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
গোপালগঞ্জ সদর

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ-২৩ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৫.৩০.৩৫৩২.০০১.৩৩.০৭৬.২১-৭৫৫—স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ১৮ মার্চ, ২০২১ খ্রি. এর ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩৪.০০৩.১৬-২৭৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ১১ নং হরিদাসপুর ইউনিয়নের আংশিক এলাকা গোপালগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্থানীয় সরকার(ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১৩ ধারার ০৮ নং উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ১১ নং হরিদাসপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ডসমূহ নিম্নোল্লিখিতভাবে পুনর্গঠন করা হল :—

ইউনিয়নের নাম-হরিদাসপুর
উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত মৌজার নাম ও জে এল নম্বর		সংশ্লিষ্ট মৌজার বিপরীতে সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত গ্রাম/ পাড়া/মহল্লার নাম	সাধারণ ওয়ার্ডের সীমানা/চৌহদ্দি	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর
	মৌজার নাম	জে এল নম্বর			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	খাগাইল (আংশিক) মোচড়া (আংশিক)	৪০ ৩৭	খাগাইল দক্ষিণপাড়া, চরপাড়া, পূর্বপাড়া মোচড়া (আংশিক)	উত্তর-বিআরএস-৫২০১ নং দাগ হতে বাবু মৃধার বাড়ি হয়ে খাগাইল গো মাঠের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে বিআরএস-৮৩২০ নং দাগ পর্যন্ত । **দক্ষিণ:** খাগাইল ও মোচড়া মৌজার সীমানা হতে খোদার খালের উত্তর পাশ দিয়ে খাগাইল ও বাদে খাগাইল মৌজার সীমানা পর্যন্ত । **পূর্ব:** বাদে খাগাইল ও খাগাইল মৌজার সীমানা পর্যন্ত। **পশ্চিম:** খাগাইল মৌজার সীমানা পর্যন্ত ।	০১

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০২	খাগাইল (আংশিক)	৪০	খাগাইল মধ্যপাড়া, উত্তরপাড়া, পশ্চিমপাড়া	**উত্তরঃ** খাগাইল মৌজার শেষ সীমানা। **দক্ষিণঃ** বিআরএস-৫২০১ নং দাগ হতে বাবু মৃধার বাড়ি হয়ে খাগাইল গো মাঠের পার্শ্বে সরকারি পুকুর পর্যন্ত। **পূর্বঃ** খাগাইল মৌজার শেষ ডুমদিয়া -আন্ধারকোঠা সড়কের ২৪৮৬ নং দাগ হতে মোহাম্মদ মোল্লার বাড়ির পার্শ্বের সরকারি পুকুর পর্যন্ত। **পশ্চিমঃ** খাগাইল মৌজার সীমানা পর্যন্ত।	
০৩	খাগাইল (আংশিক)	৪০	খাগাইল	**উত্তরঃ** ডুমদিয়া-আন্ধারকোঠা সড়ক। **দক্ষিণঃ** মোহাম্মদ মোল্লার বাড়ির পার্শ্বের সরকারি পুকুর বিআরএস ৮৩২০ নং দাগ পর্যন্ত। **পূর্বঃ** খাগাইল মৌজার শেষ। **পশ্চিমঃ** ডুমদিয়া-আন্ধারকোঠা সড়কের ২৪৮৬ নং দাগ হতে মোহাম্মদ মোল্লার বাড়ির পার্শ্বের সরকারি পুকুর পর্যন্ত।	
০৪	বাদে খাগাইল (আংশিক)	৪১	পশ্চিম আড়পাড়া	**উত্তরঃ** বাদে খাগাইল মৌজার শেষ সীমানা পর্যন্ত। **দক্ষিণ :** খোদার খাল। **পূর্বঃ** মধুমতি বিলরুট ক্যানেল । **পশ্চিমঃ** খাগাইল ও বাদে খাগাইল মৌজার সীমানা পর্যন্ত।	০২
০৫	আড়পাড়া (আংশিক) বাদে খাগাইল (আংশিক)	৭৯ ৪১	পূর্ব আড়পাড়া (আংশিক) আড়পাড়া	**উত্তরঃ** তেতুলিয়া মৌজা। **দক্ষিণঃ** সিরাজ মোল্লার বাড়ি হতে পূর্ব আড়পাড়া রাস্তার পার্শ্বে কাত্তিক বাড়ৈ এর বাড়িসহ আড়পাড়া মৌজার শেষ হয়ে বাচ্চু মোল্লার বাড়ির শেষ পর্যন্ত। **পূর্বঃ** আড়পাড়া মৌজার শেষ সীমানা। **পশ্চিমঃ** মধুমতি বিলরুট ক্যানেল।	
০৬	আড়পাড়া (আংশিক) বাদে খাগাইল (আংশিক)	৭৯ ৪১	পূর্ব আড়পাড়া (আংশিক) ভেড়ারহাট, বেপারীপাড়া ও ঋষিপাড়া	**উত্তরঃ** সিরাজ মোল্লার বাড়ি হতে পূর্ব আড়পাড়া দক্ষিণ পার্শ্ব হয়ে হেমায়েতের বাড়ি পর্যন্ত। **দক্ষিণঃ** আড়পাড়া মৌজার শেষ ও রেললাইন এবং বাচ্চু মোল্লার বাড়ির পূর্ব পর্যন্ত। **পূর্বঃ** কাত্তিক বাড়ৈ এর বাড়ির পর হতে বিআরএস-১১৮৬ নং দাগ পর্যন্ত। **পশ্চিমঃ** মধুমতি বিলরুট ক্যানেল।	
০৭	মোচড়া হরিদাসপুর (আংশিক)	৩৭ ৩৫	মোচড়া (আংশিক) হরিদাসপুর(আংশিক)	**উত্তরঃ** মোচড়া- খাগাইল মৌজার সীমানা হয়ে খোদার খালের দক্ষিণ পাড় দিয়ে বাদে খাগাইল ও হরিদাসপুর মৌজার সীমানা পর্যন্ত। হরিদাসপুর ও বাদে খাগাইল মৌজার সীমানা হতে মধুমতি বিলরুট ক্যানেল পর্যন্ত। **দক্ষিণঃ** মোচড়া মৌজার সীমানা ধরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের উত্তর পাশ দিয়ে মধুমতি বিলরুট ক্যানেল পর্যন্ত। **পূর্বঃ** মধুমতি বিলরুট ক্যানেল ও বাদে খাগাইল মৌজার সীমানা পর্যন্ত। **পশ্চিমঃ** মোচড়া মৌজার শেষ সীমানা।	৩
০৮	আড়পাড়া (আংশিক) বাদে খাগাইল (আংশিক)	৭৯ ৪১	আড়পাড়া (আংশিক) চরপাড়া(আংশিক) বেপারীপাড়া (আংশিক) খাড়াপাড়া	**উত্তরঃ** খোদার খাল। **দক্ষিণঃ** হরিদাসপুর বাদে খাগাইল মৌজার সীমানা। **পূর্বঃ** মধুমতি বিলরুট ক্যানেল। **পশ্চিমঃ** মোচড়া ও বাদে খাগাইল মৌজার সীমানা।	
০৯	হরিদাসপুর (আংশিক)	৩৫	হরিদাসপুর(আংশিক) পশ্চিমপাড়া	**উত্তরঃ** ঢাকা- খুলনা মহাসড়ক। **দক্ষিণঃ** হরিদাসপুর মৌজার শেষ সীমানা। **পূর্বঃ** মধুমতি বিলরুট ক্যানেল। **পশ্চিমঃ** হরিদাসপুর মৌজার শেষ সীমানা।	

নং ০৫.৩০.৩৫৩২.০০১.৩৩.০৭৬.২১-৭৫৬—স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ১৮ মার্চ, ২০২১ খ্রি. এর ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩৪.০০৩.১৬-২৭৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ০৮ নং লতিফপুর ইউনিয়নের আংশিক এলাকা গোপালগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ১৩ ধারার ০৮ নং উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ০৮ নং লতিফপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ডসমূহ নিম্নোল্লিখিতভাবে পুনর্গঠন করা হল:—

ইউনিয়নের নাম-লতিফপুর

উপজেলা-গোপালগঞ্জ সদর, জেলা-গোপালগঞ্জ

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত মৌজার নাম ও জে এল নম্বর		সংশ্লিষ্ট মৌজার বিপরীতে সাধারণ ওয়ার্ডভুক্ত গ্রাম/পাড়া/মহল্লার নাম	সাধারণ ওয়ার্ডের সীমানা/চৌহদ্দি	সংরক্ষিত ওয়ার্ড নম্বর
	মৌজার নাম	জে এল নম্বর			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	মানিকদাহ (আংশিক)	৯০	মানিকদাহ আশ্রয়ণ প্রকল্প	**উত্তর**-মধুমতি বিলরুট ক্যানেলের এস.এ-৯৫৫ নং দাগের উত্তর মাথা হতে ইবদুল শেখ এর বাড়ির মোড় হয়ে রাস্তা যোগে জাহিদ শেখ এর বাড়ির মোড় পর্যন্ত। **দক্ষিণ:** মধুমতি বিলরুট ক্যানেলের এস.এ-১০৯৫ নং দাগের দক্ষিণ পাশ হতে পৌরসভার সীমানা দিয়ে ইমদাদুল হক চৌধুরীর বাড়ির মোড় পর্যন্ত। **পূর্ব:** জাহিদ শেখের বাড়ির মোড় হতে ঈদগাহ মোড় দিয়ে ইমদাদুল হক চৌধুরীর বাড়ির মোড় পর্যন্ত। **পশ্চিম:** মধুমতি নদী।	০১
০২	মানিকদাহ (আংশিক)	৯০	মানিকদাহ কাচারীপাড়া মানিকদাহ মুসলিমপাড়া	**উত্তর:** ঘোষের চর, মানিকদাহ মৌজা সীমানা পর্যন্ত। **দক্ষিণ:** ইমদাদুল হক চৌধুরীর বাড়ির রাস্তার মোড় হতে পৌরসভার সীমানা ধরে দিলীপ বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত। **পূর্ব:** মানিকদাহ হাউজিং প্রকল্পের পাশে দিলীপ বিশ্বাসের বাড়ি হতে ০১ নং সিটের মৌজা সীমানা ধরে এস.এ-৩০৪ নং দাগের উত্তর পূর্ব পার্শ্ব পর্যন্ত। **পশ্চিম:** ইমদাদুল হক চৌধুরীর বাড়ির রাস্তার মোড় হতে ঈদগাহের মোড় হয়ে গোবপাড়া রাস্তা ধরে আওলাদ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত।	
০৩	মানিকদাহ (আংশিক)	৯০	গোবপাড়া	**উত্তর:** মধুমতি নদী। **দক্ষিণ:** মধুমতি বিলরুট ক্যানেলের এস.এ-৯৫৫ নং দাগের উত্তর সীমানা হতে ইবদুল শেখের বাড়ির মোড় হয়ে রাস্তা যোগে জাহিদ শেখের বাড়ির মোড় হয়ে রাস্তা যোগে জাহিদ শেখের বাড়ির মোড় পর্যন্ত। জাহিদ শেখের বাড়ির মোড় হতে ঈদগাহ মোড় পর্যন্ত। **পূর্ব:** মানিকদাহ ঈদগাহ হতে গোবপাড়া রাস্তা ধরে মধুমতি নদী পর্যন্ত। **পশ্চিম:** মধুমতি নদী।	
০৪	মানিকদাহ (আংশিক) ঘোষেরচর (আংশিক)	৯০ ৮৯	চরমানিকদাহ পূর্বপাড়া	**উত্তর:** চর মানিকদাহ মধ্যপাড়া মসজিদ মোড় হয়ে মানিকদাহ-গোপালগঞ্জ রাস্তা ধরে পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত। **দক্ষিণ :** মানিকদাহ হাউজিং প্রকল্প ও পৌরসভা। **পূর্ব:** ইমাম মোল্যার বাড়ির পার্শ্বে ফরিদ মোল্যার সড়কের মোড় হতে রসুল মোল্যার বাড়ি হয়ে পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত। **পশ্চিম:** চর মানিকদাহ মধ্যপাড়া মসজিদের মোড় হতে শওকত খার বাড়ি হয়ে মানিকদাহ মৌজার ০১ ও ০২নং সীটের সীমানা ধরে মানিকদাহ হাউজিং প্রকল্প পর্যন্ত।	০২

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০৫	ঘোষেরচর (আংশিক)	৮৯	চরমানিকদাহ পশ্চিম পাড়া	**উত্তরঃ** মানিকদার ব্রীজ হতে আব্দুল হাইয়ের ঘের হয়ে এস.এ-১৭২৬ নং দাগের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে আয়েব আলীর বাড়ির রাস্তার মোড় পর্যন্ত। **দক্ষিণঃ** ঘোষের চর মৌজার শেষ সীমানা। **পূর্বঃ** আজিজুল লস্করের ঘেরের পাশের রাস্তা হতে মধ্যপাড়া জামে মসজিদ মোড় পর্যন্ত। মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মোড় হতে রাস্তাযোগে এস.এ-২৭৮২ নং দাগের উত্তর পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এস.এ-২৩৯৮ নং দাগের উত্তর পশ্চিম পাশ দিয়ে বরাবর দক্ষিণ দিকে ঘোষের চর মৌজার সীমানা পর্যন্ত। **পশ্চিমঃ** মধুমতি নদী।	
০৬	ঘোষেরচর (আংশিক)	৮৯	ঘোষেরচর দক্ষিণ পাড়া	**উত্তরঃ** ঘোষের চর ঈদগাহ মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের রাস্তার মোড় হতে এস.এ-৪১১৪ নং দাগের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত। **দক্ষিণঃ** চর মানিকদাহ মধ্যপাড়া মসজিদের মোড় হতে মানিকহার-গোপালগঞ্জ রাস্তা হয়ে ইমাম মোল্যার বাড়ির উত্তর পার্শ্বে ফরিদ মোল্যা সড়কের মোড় পর্যন্ত অর্থ্যাৎ পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত। **পূর্বঃ** পৌরসভার সীমানা। **পশ্চিমঃ** ঘোষের চর ঈদগাহ মাঠের মোড় হতে তৈয়ব মোল্যার বাড়ির মোড় হয়ে আজিজুল লস্করের ঘেরের পার্শ্বের রাস্তা পর্যন্ত। আজিজুল লস্করের ঘেরের পার্শ্বের রাস্তা হতে চর মানিকদাহ মধ্যপাড়া জামে মসজিদের মোড় পর্যন্ত।	
০৭	ঘোষেরচর (আংশিক)	৮৯	ঘোষেরচর পশ্চিম পাড়া	**উত্তরঃ** মধুমতি নদী। **দক্ষিণঃ** মানিকহার ব্রিজ হতে আব্দুল হাইয়ের ঘের হয়ে এস.এ- ১৭২৬ নং দাগের উত্তর-পশ্চিম পাশ দিয়ে এস.এ-১৫৭৬ নং দাগের দক্ষিণ-পূর্ব পাশ দিয়ে ঘোষের চর ঈদগাহ মাঠের মোড় পর্যন্ত। **পূর্বঃ** মধুমতি নদীর এস.এ-৩৮৪ নং দাগের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তা হতে আক্তার মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত। আক্তার মোল্যার বাড়ি অর্থ্যাৎ এ.এ-৬৪১ নং দাগের পূর্ব পাশ দিয়ে এসএ-২০৬৫ নং দাগের পূর্ব পাশ দিয়ে কাপালীপাড়া রাস্তা পর্যন্ত। **পশ্চিমঃ** মধুমতি নদী।	০৩
০৮	ঘোষেরচর (আংশিক)	৮৯	ঘোষেরচর উত্তর পাড়া	**উত্তরঃ** মধুমতি নদী ও পৌরসভার সীমানা। **দক্ষিণঃ** কাপালীপাড়া রাস্তা। **পূর্বঃ** রবিউল মাস্টারের বাড়ির উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে আতিয়ার খাল হয়ে কাজল খার বাড়ির পাশ দিয়ে কাপালীপাড়া রাস্তার পৌরসভার সীমানা পর্যন্ত। **পশ্চিমঃ** মধুমতি নদীর এস.এ- ৩৮৪ নং দাগের পূর্ব পার্শ্বের রাস্তা হয়ে আক্তার মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত। আক্তার মোল্যার বাড়ি অর্থ্যাৎ এস.এ- ৬৪১ নং দাগের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে এস.এ-২০৬৫ নং দাগের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে কাপালীপাড়া রাস্তা পর্যন্ত।	

০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০৯	ঘোষেরচর (আংশিক)	৮৯	ঘোষেরচর উত্তর পাড়া ও হিন্দুপাড়া	**উত্তরঃ** পৌরসভার সীমানা। **দক্ষিণঃ** ঘোষের চর সার্বজনীন কালী মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের কাপালীপাড়া রাস্তা হতে আতিয়ার খালের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত। **পূর্বঃ** পৌরসভার সীমানা। **পশ্চিমঃ** রবিউল মাস্টারের বাড়ির উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে আতিয়ার খাল হয়ে কাজল খার বাড়ির পাশ দিয়ে কাপালীপাড়া রাস্তা পর্যন্ত।	

মোঃ রাশেদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: 27-JUN-21

নং আরজেএসসি/ডি.এন/15407—কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ৩৪৬ (৩) ধারা অনুযায়ী এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা যাচ্ছে যে, SYNERGY FIN-CAP SOLUTIONS LIMITED [C-99381] নামীয় কোম্পানিটি ব্যবসা চালাচ্ছে কিনা বা কোম্পানির কার্যক্রম চালু আছে কিনা তা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এর বিপরীতে কোনো কারণ দর্শানো না হলে অত্র কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হতে কেটে দেয়া হবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

Muhammad Shafiqul Islam
সহকারী নিবন্ধক
নিবন্ধকের পক্ষে।